NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ দেশ বিরোধী কাজে সিপিএম আগুন ধরাচ্ছে: অর্জুন সিং

নিম্নচাপ আর ঘূর্ণাবর্তের জেরে এখনই দুর্যোগ পিছু ছাড়ছে না বঙ্গে ৩

কলকাতা ২৭ জুলাই ২০২৬ ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.07.2026, Vol. 20 Issue No. 47, 8 Pages, Price 3.00

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে টাস্ক ফোর্স কেন্দ্রের

ফের ভিডিও-বার্তা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের লক্ষ্যে এবার টাস্ক ফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এর নেতৃত্বে থাকছেন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানি। রবিবার সন্ধ্যায় সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে এই খবর জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের প্রতিবাদে ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভে পদত্যাগ করতে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই টাস্ক ফোর্স পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দেবে। কোথায় সংস্কার প্রয়োজন, তা জানিয়ে সরকারের কাছে দ্রুত প্রস্তাব পাঠাবে। মোদী জানিয়েছেন, টাস্ক ফোর্সের প্রস্তাব মেনে আগামী পরীক্ষাগুলিতে স্বচ্ছতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে সরকার। নিট-আন্দোলনের আবহে এই নিয়ে তিনটি ভিডিয়ো পোস্ট করলেন মোদী। যদিও কোনও ভিডিয়োতেই যন্তর মন্তরে সিজেপি-র বিক্ষোভ, আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ কিংবা শিক্ষামন্ত্রী প্রধানের ইস্তফা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।

নন্দন নিলেকানি তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবেই পরিচিত। আধার কার্ডের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে দেশের সকল নাগরিকের পরিচয় নথিবদ্ধ করার পরিকল্পনা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল। নিলেকানির নেতৃত্বাধীন এই টাস্ক ফোর্সে কারা কারা থাকবেন, তা জানিয়েছে কেন্দ্র। থাকছেন ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস সোমনাথ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আইবি-র প্রাক্তন অধিকর্তা তপন ডেকা, আইআইটি চেন্নাইয়ের অধিকর্তা ভি কামাকোটি, দেশের প্রাক্তন শিক্ষাসচিব অনিতা কারওয়াল এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ অমৃতলাল মীনা।

পরীক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভিডিয়ো-বার্তায় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। জানান, পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। যথাসম্ভব প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী

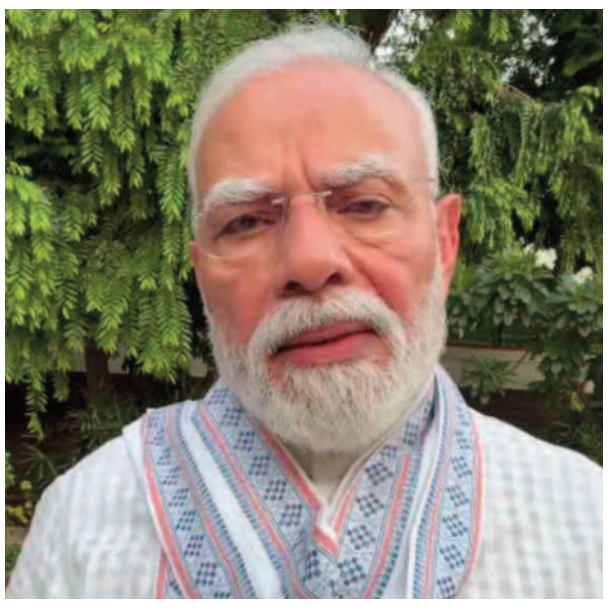

এ-ও জানান যে, দেশের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে সরকার। তিনি বলেন, যাঁরা পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, তাঁরা এখন জেলে রয়েছেন।

নিট-কাণ্ড নিয়ে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিবাদ আন্দোলনে দেশের একাংশ উত্তাল হওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে একটি ভিডিয়ো-বার্তা দিয়েছিলেন মোদী। সে দিন তিনি ঘোষণা করেন যে, নিট কেলেঙ্কারি-প্রশ্নফাঁস রুখতে খসড়া বিল তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়ে শুক্রবার মন্ত্রিসভায় আলোচনা হবে। সোমবার সংসদে সেই বিল পাস করানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর সেই বার্তার পরেই গুরুগ্রামের হাসপাতালে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নড্ডার হাত থেকে শরবত পান করে অনশন প্রত্যাহার করেন সমাজসৈনিক সোনম ওয়াংচুক। শুক্রবার রাতে সমাজমাধ্যমে আরও একটি ধন্যবাদজ্ঞাপন ভিডিয়ো পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী।

এরই মধ্যে সোমবার সরকারের প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত বিল পেশ করা হবে, যাতে কড়া শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। তাতেও অবশ্য সংসদ তপ্ত হতে পারে বিরোধীদের ভূমিকায়। আন্দোলনকারীদের তিন দাবি পূরণের পরই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। তবে ককরোচ আন্দোলন প্রত্যাহার হলেও, প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে সংসদে সরকারের ওপর চাপ বজায় রাখতে মরিয়া কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা।ককরোচ জনতা পার্টি আন্দোলন থেকে সরে গেলেও, বিরোধীরা শুধু ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে সন্তুষ্ট নয়। দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। এই দাবি তাদের। ২০ জুলাই সংসদ অভিযানে ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের দায় নিতে হবে অমিত শাহকে। এটাও দাবি।

এই বিষয়ে ফ্লোর কো-অর্ডিনেশন ঠিক করতে সোমবার সকাল ১০টায় সংসদে বৈঠকে বসছে ইন্ডিয়া জোটের সংসদীয় দলের নেতারা।অন্যদিকে, বিজেপির হাতিয়ার ইউপিএ জমানা এবং কংগ্রেস-সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যে প্রশ্নফাঁস এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার পালটা খতিয়ান। প্রশ্নফাঁস রুখতে আনা সংশোধনী বিলের আলোচনার পরিসরকে কাজে লাগিয়ে এই ইস্যুই তুলতে চলেছে বিজেপি।ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর এবার রাম মন্দিরের চুরির ইস্যুকে পার্লামেন্টে মুখ্য হাতিয়ার করতে চাইছে সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদে দুই কক্ষে মুলতবি প্রস্তাব জমা দিতে চলেছে একাধিক বিরোধী সাংসদ। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে আলোচনা হবে আগামিকাল।

সোনার হ্যাটট্রিক মণিপুর-কন্যার

■ **অবশেষে কমনওয়েলথ গেমসের চতুর্থ দিন সোনার পদক এল ভারতে। এনে দিলেন সেই মীরাবাই চানু। ভারোত্তোলনে মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে চার রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন তিনি। পদক জিতে মঞ্চে জাতীয় সঙ্গীতের সময় কেঁদে ফেললেন ভারতের সোনার মেয়ে। প্রথম তিন দিন কমনওয়েলথ গেমসে হতাশ করেছেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা। চানু তা করলেন না। ৪৮ কেজি বিভাগে আগের দুই কমনওয়েলথেও সোনা জিতেছিলেন তিনি। তাই তাঁর উপর আশা ছিল ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের। নিরাশ করেননি চানু। ২০১৪ সালে নিজের প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতেছিলেন তিনি। অর্থাৎ, চার বার এই প্রতিযোগিতায় নেমে চারটি পদক ভারতকে এনে দিয়েছেন মণিপুরের সোনার মেয়ে। তাঁর এই কৃতিত্বে এক্সে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।**

শিক্ষা-কুলে প্রহ্লাদ, কাজ শুরু রবিতেই

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন প্রহ্লাদ জোশী। রবিবার দিল্লির শাস্ত্রী ভবনে নিজের দপ্তরে গিয়েছিলেন তিনি। আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে প্রথম বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রহ্লাদ।

দপ্তরে প্রথম বৈঠকের কিছু ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন নতুন শিক্ষামন্ত্রী। লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আজ আমি দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমার উপর আস্থা রাখার জন্য এবং এই দায়িত্ব আমাকে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গভীর কর্তব্যবোধ এবং বিনয়ের সঙ্গে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি।' ইংরেজির পাশাপাশি নিজের মাতৃভাষা কন্নড়েও একই কথা লিখেছেন প্রহ্লাদ।

নিটের প্রশ্নফাঁস নিয়ে বিক্ষোভের মধ্যেই ধর্মেন্দ্রের ইস্তফার দাবি তুলেছিলেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, অনিয়মের দায় নিয়ে মন্ত্রকের প্রধানকে সরতে হবে। একই দাবিতে অনশন শুরু করেছিলেন সোনম ওয়াংচুকও। তাঁর অনশন ভাঙার পরেও ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) সদস্যেরা পিছু হটেননি। কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকে বার বার ইস্তফার দাবিতে অনড় থেকেছেন। এমনকি, মন্ত্রী ইস্তফা না-দিলে আগামী দিনে সংসদ ভবন অভিযানের মতো আরও বড় কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে তাঁরা হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। আন্দোলন যাতে আরও না-বাড়ে, তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করে কেন্দ্র। শুক্রবার সিজেপি-র সঙ্গে সরকারের তৃতীয় বৈঠকের আগেই ধর্মেন্দ্র ইস্তফার কথা ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করার পরেই নতুন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে প্রহ্লাদের নাম জানিয়ে দেয় সরকার।

শনিবার দায়িত্ব পাওয়ার পরেও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন প্রহ্লাদ। বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রত্যাশা অনুযায়ী সাধ্যমতো চেষ্টা করব, নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব।' তার পর রবিবারই দফতরে বৈঠক সারলেন নতুন শিক্ষামন্ত্রী।ধর্মেন্দ্রের ইস্তফার আগেই অবশ্য শিক্ষায় সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিল কেন্দ্র। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) ৪৭ জন আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়েছে নিটে অনিয়মের অভিযোগে। প্রশ্নফাঁস রুখতে কঠোর আইন আনা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তার খসড়াও প্রস্তুত। মন্ত্রিসভা তাতে অনুমোদন দিয়েছে। এ ছাড়া, প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর ছাত্রছাত্রীদের আস্থা ফেরানোই প্রহ্লাদের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

তোলাবাজি: এবার গ্রেপ্তার দুই সরকারি আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতি ইস্যুতে জিরো টলারেন্সের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বাংলা-ঝাড়খণ্ড ও সীমানার রামপুর চেকপোস্টে বেআইনি তোলাবাজি ও ঘুষ-কাণ্ড ইস্যু সামনে আসতেই ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই মতো দুই সরকারি আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এবার তাঁদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানার রামপুর চেকপোস্টে বেআইনি তোলাবাজি ও ঘুষ-কাণ্ডে দুই সরকারি অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনা সামনে আসতে দু'জনকেই বরখাস্ত করা হয়। দুই আধিকারিকই গা ঢাকা দিয়েছিলেন। ঝাড়গ্রামের গোপন এক ডেরা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের।

ধৃতদের নাম নাজিমুল হক এবং অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা শাখা তাঁদের গ্রেপ্তার করে। এদিনই ধৃত দু'জনকে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়।

হামলার নেপথ্যে বিদেশি শক্তির মদত? তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় বামেদের ছাত্র মিছিলকে ঘিরে অশান্তি এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় রবিবার নতুন রাজনৈতিক দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, হামলায় জড়িতদের পিছনে বিদেশি শক্তির মদত থাকতে পারে। এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' শোনার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুক্রবারের মিছিলে যে ছাত্র সংগঠনগুলি আন্দোলনে ছিল, তাদের সঙ্গে হামলাকারীদের কোনও যোগ নেই। তাঁর কথায়, যাঁরা নিট আন্দোলনের অংশ ছিলেন, তাঁরা সাংবাদিকদের ওপর হামলার সঙ্গে যুক্ত নন। সিজেপিও এই ঘটনার দায় নিচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর আরও দাবি, এই ঘটনায় যুক্ত অভিযুক্তেরা ছাত্র নন এবং তাঁদের সঙ্গে আন্দোলনেরও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, 'এরা ছাত্র নয়। এরা ইসলামিক মৌলবাদী। এদের পিছনে কোন বিদেশি শক্তির মদত রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'ধর্মতলার ঘটনায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার

প্রসঙ্গেও কঠোর অবস্থান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, হামলার ঘটনায় সাতটি মামলা হয়েছে এবং তার অধিকাংশই করেছেন আক্রান্ত সাংবাদিকরা। পুলিশও স্বতঃপ্রণোদিত কয়েকটি মামলা করেছে। তাঁর কথায়, সাংবাদিকেরা নিজেরা এগিয়ে এসে মামলা করেছেন। যে ভাবে তাঁদের মারধর করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার সব ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৭০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। শনিবার পর্যন্ত ১১ জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। রবিবার আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গুন্ডাদমন আইনে পদক্ষেপের কথাও এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নিটের প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে মিছিল হয়েছিল। বাম ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে সিজেপির ডাকে সেই জমায়েতে গোলমালের অভিযোগ ওঠে। পুলিশের উপর হামলার পাশাপাশি সাংবাদিকদের মারধরের অভিযোগও সামনে আসে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এখন রাজনৈতিক চাপানউতোরের পাশাপাশি তদন্তও জোরদার হয়েছে।

এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, গত কয়েক সপ্তাহে সরকারের নেওয়া একাধিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা থেকেই একটি বিশেষ গোষ্ঠী অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তাঁর কথায়, আইনের শাসন মেনেই গুন্ডাদের দমন করা হবে।মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো শনিবার থেকেই পুলিশ তৎপর হয়ে আসরে নামে। ধর্মতলায় সাংবাদিক নিগ্রহ এবং অশান্তির ঘটনায় ধরপাকড় শুরু হয়। ইতিমধ্যেই সে অভিযোগে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও গ্রেপ্তারি হবে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর। সরকারের পাশাপাশি বিজেপিও তৎপরতা বাড়াচ্ছে এই ঘটনাপ্রবাহে। বিজেপি সূত্রের বক্তব্য, অশান্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যা পদক্ষেপ করার করুক। বিজেপিও পথে নামবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক বার্তা দিতে। সেই লক্ষ্যেই সোমবার মিছিলের ডাক।

'গুন্ডাদের' হুঁশিয়ারি শমীকেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারে বামেদের মিছিলকে কেন্দ্র করে অশান্তি এবং পুলিশি ধরপাকড়ের আবহে মিছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারী 'গুন্ডাদের' কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করার চেষ্টা করলে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে। ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষও প্রতিবাদে পথে নামতে পারেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ওই মিছিলে সাংবাদিক ও পুলিশের ওপর হামলা এবং দেশবিরোধী স্লোগান নিয়ে রবিবার সরব হয়ে শমীক বলেন, 'খুব মার খাবে, পুলিশ খুব মারবে। তার পরে মানুষও পেটাবে।' তাঁর দাবি, রাজ্যে এখন আর 'বাবরের সরকার' নেই, চলছে 'শ্যামাপ্রসাদের সরকার'।এখানে কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবিতে স্লোগান তোলা নিয়েও সরব হন বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন,

কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, এই সব কথা বললে বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন না। আর একবার ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে বললে, দু'টুকরো হাড় নিয়ে কোনও হাসপাতাল থেকে প্লাস্টার করিয়ে বাড়ি ফিরতে হতে পারে।

— শমীক ভট্টাচার্য

'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, এই সব কথা বললে বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন না।' একই সঙ্গে তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত প্রশাসন কঠোর কোনও পদক্ষেপ নেয়নি এবং সাধারণ মানুষও নীরব রয়েছেন। অশান্তির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আপাতত পুলিশের উপরই রয়েছে বলে জানান তিনি।

'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' ধরনের স্লোগান নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, 'আর এক বার ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে বললে, দু'টুকরো হাড় নিয়ে কোনও হাসপাতাল থেকে প্লাস্টার করিয়ে বাড়ি ফিরতে হতে পারে।'শুক্রবারের মিছিল ঘিরে অশান্তির ছবি এবং ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের প্রসঙ্গেই রবিবার এই মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

'মনের কথা'য় স্মরণ কার্গিল বিজয় দিবস

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: কার্গিল বিজয় দিবসে দেশের বীর জওয়ানদের স্মরণ, আত্মনির্ভর ভারত গড়ার পথে দেশের অগ্রগতি, জল সংরক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খেলাধুলো, নারীশক্তি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান, রবিবার 'মন কি বাত'-এর ১৩৬তম পর্বে একাধিক বিষয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের জীবনে এমন কিছু তারিখ আছে, যা মনে রাখার জন্য ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাতে হয় না। ২৬ জুলাই তেমনই একটি দিন। আজ কার্গিল বিজয় দিবস। এই দিনটি আমাদের গর্বে পূর্ণ করে তোলে। এই দিনটি আমাদের বীর সৈনিকদের অসামান্য সাহসিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কার্গিলের সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, প্রতিকূল আবহাওয়া কিংবা শত্রুপক্ষের সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ, আমাদের সৈনিকরা এসব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। তবুও, যে কোনও চ্যালেঞ্জের চেয়েও তাঁদের মনোবল ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে তাঁরা নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন।' কার্গিল বিজয় দিবসে সকল বীর শহিদ ও বীর সৈনিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি জানান, এ বছর একটি বিশেষ 'শৌর্য বিজয় যাত্রা'র আয়োজন করা হয়েছে। ১৪ জুলাই দিল্লির জাতীয় যুদ্ধ স্মারক থেকে শুরু হওয়া মোটরবাইক যাত্রাটি দ্রাসের কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে গিয়ে পৌঁছাবে। 'এক যাত্রা, এক দেশ, এক অভিবাদন', এই বার্তা নিয়ে আয়োজিত এই যাত্রা দেশের জন্য করা আত্মত্যাগ কখনও বিস্মৃত না-হওয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয় বলে জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের যুব সমাজের জন্য তিনি গর্বিত। তাঁরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় নৌবাহিনীতে সদ্য অন্তর্ভুক্ত 'আইএনএস মহেন্দ্রগিরি'র প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, অত্যাধুনিক এই যুদ্ধজাহাজটি ভারতেই নকশা ও নির্মাণ করা হয়েছে এবং এতে ৭৫ শতাংশেরও বেশি দেশীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। এটি

'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতীক।

তিনি জানান, চলতি মাসে ডিআরডিও সফলভাবে 'পিনাকা লং রেঞ্জ গাইডেড রকেটে'র পরীক্ষা চালিয়েছে। এই সাফল্য বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। দু'-তিন দিন আগেই ডিআরডিও 'কুশা' ক্ষেপণাস্ত্রেরও সফল পরীক্ষা করেছে বলে জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি কিংবা বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতা, সব ক্ষেত্রেই ভারত ক্রমাগত নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছে। ইন্দোনেশিয়া সফরের প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, সেখানে ব্রহ্মোস ও অস্ত্রা ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত একটি বড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির প্রতি বিশ্বের আস্থা ক্রমশ বাড়ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জল সংরক্ষণের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ৪ জুলাই থেকে সারা দেশে 'ক্যাচ দ্য রেইন' নামে একটি বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযানের আওতায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলস্তর পুনরুদ্ধার, পুরনো জলাধার ও জলের উৎসগুলির পুনরুজ্জীবন এবং বৃক্ষরোপণের কাজে নতুন গতি সঞ্চার করা হচ্ছে। গ্রাম ও শহর, পঞ্চায়েত ও সামাজিক সংগঠন, সর্বত্র মানুষ উৎসাহের সঙ্গে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করছেন বলে জানান তিনি।

কমনওয়েলথ গেমসের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্লাসগোতে কমনওয়েলথ গেমস শুরু হয়েছে এবং দেশের মানুষ ভারতীয় দলের প্রতি শুভকামনা জানাচ্ছেন। প্রতিটি খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদ যেন অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে মানুষের হৃদয় জয় করেন, এই প্রত্যাশার কথা জানান তিনি।তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে দেশের তরুণরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পিভি সিন্ধু ব্যাডমিন্টনে জাপান ওপেন খেতাব জয়ী প্রথম ভারতীয় হয়েছেন। এছাড়া ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল লন্ডনের লর্ডস স্টেডিয়ামে তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ জিতেছে;যাকে তিনি ঐতিহাসিক জয় বলে উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত রবিবার 'বিক্রম-১'-এর সফল উৎক্ষেপণ দেশের প্রতিটি নাগরিকের মনে গর্বের সঞ্চার করেছে। এটি ভারতের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি রকেট। তরুণ উদ্ভাবকরা অসাধারণ দক্ষতা, একাগ্রতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন বলে জানান তিনি।বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। পদার্থবিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে পাঁচজন ভারতীয় শিক্ষার্থীই স্বর্ণপদক জিতে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

আজ পদ্ম, কাল সঙ্ঘ, গেরুয়া মিছিল শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পরে আন্দোলনে ইতি টেনেছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। কিন্তু কলকাতার রাজনৈতিক উত্তাপ তাতে কমছে না। 'ছাত্র আন্দোলনে'র নাম করে 'নৈরাজ্য' তৈরির অভিযোগ তুলে কলকাতায় পথে নামছে বিজেপি। পথে নামছে সঙ্ঘ পরিবারের শিক্ষা সংগঠনগুলিও। ফলে আবার পর পর দু'দিন মিছিল-জমায়েতের সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতা। সোমবার পথে নামছে বিজেপি। মঙ্গলবার হাওড়া এবং শিয়ালদহ থেকে জোড়া মিছিল নিয়ে ধর্মতলামুখী হচ্ছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি), অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (এবিআরএসএম), ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল (বিএসএম)-সহ অন্তত আধ ডজন সংগঠন।

সোমবার বিজেপির মিছিল বেলা ৩টে থেকে। মূলত উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির ওপরে এই মিছিল আয়োজনের দায়িত্ব পড়েছে। প্রথমে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে জড়ো হবেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। সেখান থেকে পদযাত্রা করে পৌঁছোবেন ধর্মতলা। উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ বলছেন, 'আমরা নৈরাজ্য, অরাজকতা তৈরির চেষ্টার বিরুদ্ধে পথে নামছি।' তমোঘ্নের কথায়, 'গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলতেই পারে। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের নাম করে কলকাতার বুকে যে ভাবে অরাজকতা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে, তা আমরা মেনে নেব না। আজাদি স্লোগান আমরা চলতে দেব না।'উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির উদ্যোগে তিলোত্তমার রাজপথে আয়োজিত হতে চলেছে এক সুবিশাল 'তিরঙ্গা যাত্রা'।

ট্রলারডুবিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রাজ্য, ৫ লক্ষ টাকা ও কর্মসংস্থানের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: মাঝ সমুদ্রে ট্রলার দুর্ঘটনায় মৎস্যজীবীদের মৃত্যুর পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে একটি সহায়তা কর্মসূচিতে মৃতদের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও পরিবারের কর্মক্ষম তরুণদের যোগ্যতা অনুযায়ী হোমগার্ড, সিভিক ভলান্টিয়ার বা স্থানীয় প্রশাসনের কাজে সুযোগ দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

এই দুর্ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি হাওড়া ও নদিয়ার বাসিন্দারাও প্রাণ হারিয়েছেন। ওড়িশার মৃত তিন মৎস্যজীবীর পরিবারকেও একই পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, অর্থ দিয়ে প্রিয়জন হারানোর ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে বিপন্ন পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো সরকারের সামাজিক দায়িত্ব। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশু ও মহিলাদের জন্যও একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। 'মিশন বাৎসল্য'-এর আওতায় অনাথ শিশুদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে পড়াশোনার সহায়তা দেওয়া হবে। যোগ্য মহিলাদের 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-য় মাসিক ৩ হাজার টাকা

করে সাহায্য এবং বিধবা ও বার্ধক্য ভাতার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিন গৃহহীন পরিবারগুলিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর দেওয়ার জন্য রামনগর-১ ব্লকের বিডিওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি উপকূল এলাকায় দুর্ঘটনার পরে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালাতে নতুন পরিকাঠামোর কথাও ঘোষণা করেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, আগে কোস্টাল থানাগুলি থাকলেও প্রয়োজনীয় বোট ও সরঞ্জামের অভাবে উদ্ধারকাজে সমস্যা হত। সেই পরিস্থিতি বদলাতে দিঘায় ৫০ জনের একটি বিশেষ দ্রুত উদ্ধারকারী দল তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, খেজুরি, হিজলি থেকে উদয়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত মোহনা ও উপকূল এলাকায় দ্রুত উদ্ধারকাজ চালাতে দিঘায় ৫০ জনের একটি বিশেষ কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন করা হচ্ছে।

এছাড়াও মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তায় ট্রলারে জিপিএস, আধুনিক ওয়্যারলেস এবং স্যাটেলাইটনির্ভর আবহাওয়া সতর্কবার্তা ব্যবস্থা চালুর কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি 'সাগরমালা ২' এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। উপকূলীয় নিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের এই ঘোষণাকে ভবিষ্যতে প্রাণহানি কমানোর পরিকাঠামো তৈরির পদক্ষেপ হিসাবেই দেখছে জেলা প্রশাসনিক মহল।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হলেই নোয়াপাড়ায় আবর্জনার সমস্যা মিটে যাবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন অর্জুন সিং। মন্ত্রীর আক্ষেপ, নোয়াপাড়া কেন্দ্রের সর্বত্র অনুন্নয়নের ছাপ আজও স্পষ্ট। রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল দশায় পরিনত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প চালু হলেই নোয়াপাড়ায় আবর্জনার সমস্যা মিটে যাবে। রবিবার শিউলির মিলন সমিতি পূজা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে ২৭ তম কার্গিল বিজয় দিবস পালন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই জানালেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, এখানকার রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল দশায় পরিণত।

পূর্বতন সরকারের আমলে এখানে উন্নয়ন বলে কিছুই হয়নি। পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে। মন্ত্রী জানান, বর্ষা কেটে গেলেই নোয়াপাড়ার সর্বত্র বেহাল রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থার হাল ফেরানো হবে। আবর্জনার সমস্যাও দূর হয়ে যাবে।

দুই তারার দোতারা, এক মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ও গুলজারের অনন্য সৃষ্টির উদযাপনে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃষ্টির দিনে গানে, কবিতায় দুই কিংবদন্তি রবীন্দ্রনাথ-গুলজার এর অমর সৃষ্টির উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রবীন্দ্র সদনে। খুকুমণি নিবেদন করে 'দুই তারার দোতারা', আয়োজক বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন। মঞ্চ ভাবনায় সৌম্য সরকার। এই বর্ষায় সংস্কৃতিপ্রেমী শহরবাসীর জন্য তেমনই এক মায়াবী সন্ধ্যা সুর ও কবিতার শ্রাবণ-গাথা উচ্চারিত হল শিল্পীদের কণ্ঠে। 'দুই তারার দোতারা'— শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হল অনুষ্ঠানটি। যেখানে একই মোহনায় এসে মিলেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সৃষ্টি এবং প্রখ্যাত গীতিকার গুলজারের গভীর ও সংবেদনশীল লেখনী। ভালোবাসা, বিরহ, আর আবেগের চাদরে মোড়া এই অনন্য সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের গান আর গুলজারের কবিতার মায়াজাল বিস্তারিত হল শ্রোতাদের মন থেকে মনে। এই অন্যধারার সংগীত সন্ধ্যা সুরের ধারায় সমৃদ্ধ করলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রাবণী সেন, মনোময় ভট্টাচার্য, রূপঙ্কর বাগচী, মেখলা দাশগুপ্ত, অরুণাশীষ রায় এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কবিতার আবহে

ছিলেন রাজা দাস এবং পুরো অনুষ্ঠানের সূত্রধরের ভূমিকা পালন করেন আরজে অরিজিৎ। সরোজ দরবারের অসাধারণ ভাবনা ও সংকলনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান বর্ষার সন্ধ্যায় তিলোত্তমার সংস্কৃতিপ্রেমীদের মনে এক অনুভূতির ছাপ রেখে গেল। শিল্পীদের মঞ্চে সম্মান জানান খুকুমণির পক্ষে অরিত্র রায়চৌধুরী, রিয়া রায়চৌধুরী। উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে তবু মনে রেখো (শ্রাবণী সেন), তুঝসে নারাজ নেহি (রূপঙ্কর বাগচী), ছোটি সি কাহানি সে (মেখলা দাশগুপ্ত), ফিরসে আইয়ো বাদরা বিদেশী (চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য), আনেওয়ালা পল (মনোময় ভট্টাচার্য)।

পি-ট্যাক্সে বড় বদল, বেসরকারি কর্মীদের কর জমা হবে বাংলার কোষাগারেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতদের প্রফেশনাল ট্যাক্স বা পি-ট্যাক্স জমার নিয়মে পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের অর্থ বিল নিয়ে আলোচনায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানান, এবার পশ্চিমবঙ্গে থাকা অফিস বা সংস্থায় কর্মরত যোগ্য ব্যক্তিদের পি-ট্যাক্সের টাকা রাজ্যের কোষাগারেই জমা পড়বে। এর ফলে রাজ্যের নিজস্ব আয় বাড়বে বলে সরকারের আশা।

এত দিন কোনও সংস্থার সদর দপ্তর অন্য রাজ্যে হলে, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পি-ট্যাক্সও সেই রাজ্যের খাতায় জমা পড়ার সুযোগ ছিল। নতুন ব্যবস্থায় কর্মস্থল পশ্চিমবঙ্গে হলে করের অর্থও এই রাজ্যের সরকারি কোষাগারে যাবে। তবে একই কর্মীর উপর যাতে দু'বার করের বোঝা না চাপানো হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকারি কর্মী কমছে, প্রাইভেটে কর্মী বাড়ছে। বাইরে সেটা দেখছিলাম। এখানেও তাই হচ্ছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে তাই আমরা এটা করলাম।

নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি সংস্থাকে কর জমা দেওয়ার সময় জানাতে হবে, তাদের প্রতিষ্ঠানে কত জন কর্মী পি-ট্যাক্স দেওয়ার আওতায় পড়ছেন। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যুক্তি, এর মাধ্যমে কর ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকা কর্মক্ষেত্রগুলিকেও আরও সংগঠিত কাঠামোয় আনা সম্ভব হবে।

রাজ্যের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়েও আশাবাদী অর্থমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকলে রাজ্যের রাজস্ব প্রায় ১৮ শতাংশ বাড়তে পারে। একই সঙ্গে খনি ক্ষেত্রেও কর কাঠামোয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। স্বপনের কথায়, বিগত সরকার এটাকে ট্যাক্স ফ্রি করে রেখেছিল। কিন্তু আমরা সেটাকে আরও রিজিড করছি। এক্ষেত্রে কর না বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়ানো এবং সরকারি খরচ নিয়ন্ত্রণ, এই দুই লক্ষ্যেই অর্থ বিলের সংশোধনগুলি করা হয়েছে বলে সরকারের বক্তব্য। ফলে পি-ট্যাক্সের নিয়ম বদলকে শুধু কর সংগ্রহের প্রশাসনিক পরিবর্তন হিসাবে না দেখে, রাজ্যের নিজস্ব রাজস্বভিত্তি শক্ত করার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসাবেও দেখছে সরকার।

ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে মেদিনীপুরে উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ নিল জেলা প্রশাসন। রবিবার মেদিনীপুর শহরের ব্যস্ততম এলআইসি মোড় ও পঞ্চুরচক এলাকায় এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। ১০ দিন আগে নোটিস দেওয়া সত্ত্বেও ওই এলাকা থেকে অবৈধ দোকান ও টোটো ইউনিয়নের কার্যালয় সরেনি বলে অভিযোগ। নির্ধারিত সময়সীমা পার হওয়ার পরও বেআইনি নির্মাণ না সরানোয়, এ দিন সরাসরি বুলডোজার চালিয়ে জবরদখল মুক্ত করল প্রশাসন।

জানা গেছে, মেদিনীপুরের ফুটপাথগুলি পথচারীদের হাঁটার যোগ্য করে তুলতে অভিযান চালানো হচ্ছে। শহরের ফুটপাথ ও রাস্তার অংশ দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাট চিহ্নিত করে প্রায় ১০ দিন আগেই নোটিস জারি করেছিল প্রশাসন। নোটিস পেয়ে অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের অস্থায়ী দোকান সরিয়ে নিয়েছিলেন। তবে যাঁরা নির্দেশ অমান্য করে জবরদখল বজায় রেখেছিলেন, রবিবারের অভিযানে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মরণোত্তর দেহদানের সচেতনতা প্রচারের উদ্যোগ শহরে: বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি অন্য মানুষের জীবন বাঁচাতে মরণোত্তর দেহদান, চক্ষুদান ও রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগকে আরও ছড়িয়ে দিতে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হল কলকাতার নিউ আলিপুরে। রবিবার চিরন্তন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে, হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গণদর্পণের সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পাশাপাশি প্রায় ১৫ জন মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। আয়োজকদের দাবি, সমাজে মানবিক মূল্যবোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চিরন্তন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পার্থ ভট্টাচার্য বলেন, মানবকল্যাণে এগিয়ে আসার মানসিকতা ছোটবেলা থেকেই গড়ে তোলা জরুরি।

দক্ষিণ কলকাতার প্রসন্নময়ী ঘাটে চেতলা সর্বসাধারণের শতবর্ষে মাতৃবন্দনার 'খুঁটি পুজো' উপলক্ষে আয়োজিত মা গঙ্গার আরতিতে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

কারগিল বিজয় দিবস উপলক্ষে কলকাতার বিটি রোডে কারগিল যুদ্ধের বীর শহিদ কণাদ ভট্টাচার্যের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

এমসিসিআই প্রেসিডেন্ট প্রীতি এ সুরেকা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মণীশ ঝাঝারিয়া তাজ বেঙ্গলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে।

৯ থেকে ১৭ অগস্ট 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি, রাজ্যজুড়ে তিরঙ্গা মিছিল থেকে আলোকসজ্জা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আগামী ৯ থেকে ১৭ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রকের নির্দেশিকার ভিত্তিতে নবান্নের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ইতিমধ্যেই সমস্ত সরকারি দপ্তর, জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনার-সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠিয়েছে।

২৪ জুলাই জারি হওয়া ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম এবং জাতীয় পতাকার প্রতি নাগরিকদের আবেগ ও অংশগ্রহণ আরও বাড়িয়ে তুলতেই এ বছরের 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। এর আওতায় সরকারি দপ্তর, পঞ্চায়েত ও পুর সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, যুব সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় কর্মসূচির জন্য একগুচ্ছ কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জেলা, মহকুমা, ব্লক ও পুরস্তরে বৃহৎ তিরঙ্গা মিছিল ও প্রভাতফেরি, ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে সাইকেল ও ই-বাইক র‍্যালি, সরকারি ভবন, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, বাস টার্মিনাস, ফেরিঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ জনপরিসরে তিরঙ্গা-থিমের আলোকসজ্জা, বড় আকারের তিরঙ্গা রঙ্গোলি, দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রবন্ধ, কুইজ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে সমবেতভাবে 'বন্দে মাতরম্' এবং দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি পরিবার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সংস্থাকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে উৎসাহিত করার পাশাপাশি 'হর ঘর তিরঙ্গা' পোর্টালে তিরঙ্গার সঙ্গে সেলফি আপলোড এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রচার বাড়ানোরও নির্দেশ রয়েছে। প্রচারের জন্য ব্যানার, পোস্টার এবং ডিজিটাল প্রচারসামগ্রী ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, কেন্দ্র থেকে প্রতিটি জেলা ও কলকাতা পুর এলাকার জন্য দেড় লক্ষ করে জাতীয় পতাকা সরবরাহ করা হবে। কালিম্পং জেলার জন্য দেওয়া হবে ২০ হাজার পতাকা, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এই কর্মসূচির জন্য আর্থিক বরাদ্দও নির্ধারণ করেছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। প্রতিটি জেলার জন্য ১ লক্ষ টাকা, প্রতিটি মহকুমার জন্য ৫০ হাজার টাকা, প্রতিটি ব্লকের জন্য ২০ হাজার টাকা, প্রতিটি পুরনিগমের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং প্রতিটি পুরসভার জন্য ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কর্মসূচি সফল করতে সব সরকারি কর্মী, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংগঠন এবং ব্যবসায়িক সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, আলোকচিত্র, তিরঙ্গার সঙ্গে সেলফি এবং ভিডিও-সহ একটি সমন্বিত রিপোর্ট দ্রুত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যের এই নির্দেশিকার ভিত্তি হিসেবে রয়েছে কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ১৪ জুলাইয়ের ডিও চিঠি। সেখানে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালে 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০ বছর উদ্‌যাপনের সঙ্গে যুক্ত করে ৯ থেকে ১৭ অগস্ট দেশজুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালিত হবে। ওই সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি 'বন্দে মাতরম্'-এর সমবেত পরিবেশন এবং ডিজিটাল প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭শে জুলাই। ১০ই শ্রাবণ, সোম বার। ত্রয়োদশী তিথী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি এর মহাদশা ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

NAME CHANGE

I, SUBRATA RAY, residing at BL-23, FL-1A, 68 Jessore Road, Dum Dum Park, South Dumdum(M), North 24 pgs, Kol- 700055. In my Aadhar card no- 503582037114 my name is Recorded as Subrata Ray, But in some of my financial documents inadvertently my name was recorded as Subrata Roy or Sulorata Roy. So I hereby declared through affidavit no-15049 Dated: 23.07.2026 under The 1st Class Magistrate that Subrata Roy, Sulorata Roy and Subrata Ray are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rabindra Dharaiwa, Son of Late Hiralal Dharaiwa, residing at Patulia Bazar, Brahmanpara, P.O. Patulia, P.S. Khardha, North 24 Parganas, Kolkata-700119, have changed my name from Rabindra Dharaiwa to **Rabindra Kumar Dharaiwa** and henceforth I shall be known as **Rabindra Kumar Dharaiwa** in all purpose, as declared before the C.J.M Court, Kolkata, W.B. dated 24.07.2026. **Rabindra Kumar Dharaiwa**" and Rabindra Dharaiwa" both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Rekha Malik, W/o. Banamali Malik, D/o. Late Basudeb Roy,** residing at Vill. Naopara, P.O. Ekterpur, P.S. Balagarh, Dist. Hooghly-712123 hereby declare that inadvertenly in my L.R. R.O.R./ Parcha wherein my mane has been recorded as **Rekha Roy, W/o. Banamali Roy** in place of **Rekha Malik, W/o. Banamali Malik.** That **Rekha Malik, W/o. Banamali Malik** & **Rekha Roy, W/o. Banamali Roy** is the same & one identical person vide affidavit no. 16666, dt. 09.07.2026 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Court, Hooghly at Chinsurah.

AFFIDAVIT/DECLARATION

I, Partha Saha, son of Late Gokul Chandra Saha, residing at AB 8/18, Deshbandhunagar, Baguiati, Rajarhat-Gopalpur (M), North 24 Parganas, West Bengal – 700059, do hereby declare before the Learned 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata that in the documents of my brother, Goutam Saha, my father's name is mentioned as Late Gokul Saha. I declare that "Late Gokul Chandra Saha" and "Late Gokul Saha" refer to the same person, and both names belong to my father.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮,
মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল,
উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা: কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ,
চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৭ জুলাই ২০২৬, ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩, সোমবার

সিএজি রিপোর্ট তুলে ধরে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের সিএজি রিপোর্টকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থাপনার 'ভয়াবহ' ছবি উঠে এসেছে সিএজি রিপোর্টে।

রবিবারের এই পোস্টে শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি ৩৯,৭২৭ কোটি এবং রাজকোষ ঘাটতি ৬৪,৪৮৮ কোটি। রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণও ৭.৩৫ লক্ষ কোটির বেশি। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, একদিকে রাজ্যে যেমন ঋণের বোঝা বাড়ছে, অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে কমেছে মূলধনী ব্যয়। এছাড়াও ঋণের সুদ মেটাতেও রাজ্যের উপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় অর্থে পরিচালিত একাধিক প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের পুরোপুরি ব্যবহার না হওয়ার বিষয়টিও সিএজি রিপোর্টে উঠে এসেছে বলে এদিন দাবি করেন তিনি। এছাড়াও বিজেপি রাজ্য সভাপতির দাবি, ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত টানা দশ বছর রাজ্য রাজস্ব ঘাটতির মুখে রয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্যের মোট রাজস্বের ৫২ শতাংশই এসেছে কেন্দ্রের কাছ থেকে।

শমীক বলেন, এই চিত্র স্পষ্ট করে দিচ্ছে, গত তৃণমূল সরকারের আমলে ঋণ বাড়লেও সেই অর্থ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যথাযথ ভাবে ব্যবহার হয়নি। শুধু ঋণ নিয়ে খরচ বাড়ালেই উন্নয়ন হয় না। প্রকৃত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন আর্থিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। এদিন শমীক রাজ্যের করদাতাদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বাংলার মানুষ উন্নয়নের জন্য নিজেদের উপার্জন থেকে কর দেন, অপচয় বা আর্থিক অব্যবস্থাপনার জন্য নয়। এমন একটি সরকার প্রয়োজন, যে প্রতিটি টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং দুর্নীতি ও অপচয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

রাজ্যে সুশাসন, আর্থিক শৃঙ্খলা ও জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর বাংলা গড়ার লক্ষ্যেই বিজেপি কাজ করবে বলে রবিবার ফের দাবি করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, বাংলায় দায়িত্বশীল ও স্বচ্ছ প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিজেপি তাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দেশ বিরোধী কাজে সিপিএম আগুন ধরাচ্ছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেশ বিরোধী কাজে সিপিএম আগুন ধরাচ্ছে। রবিবার নিট ইস্যুতে বামপন্থীদের আন্দোলন নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, এদিন পানিহাটির এইচবি টাউনের বিজয়পুর সার্বজনীন শারদৎসবের খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে তিনি হাজির ছিলেন। মন্ত্রী বলেন, সিপিএম ভাবছে আমরা ওদের অত্যাচার ভুলে গেছি। দেশ বিরোধী কাজে এখন সিপিএম আগুন ধরাচ্ছে। মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, সিপিএম ফের ময়দানে নামলে ওদের সঠিক জবাব দেওয়া হবে। ওদের ভাষাতেই ওদের জবাব দেওয়া হবে। মন্ত্রীর অভিযোগ, গুন্ডারা আন্দোলন করছে। তাঁর কটাক্ষ, রাজাবাজারের সবচেয়ে বড় তোলাবাজ আন্দোলন করছে। তিনি আবার সিপিএমের বড় নেতা। প্রসঙ্গত, বিজয়পুর সর্বজনীন শারদৎসব কমিটির পুজো এবারে ৭৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই পুজোর থিম ভাবনা 'এবার পুজো শুরুর পালা'। খুঁটি পুজোয় অংশ নিয়ে যুব নেতা জয় সাহা বলেন, গোটা বাংলা জুড়ে সনাতনীরা জেগে উঠেছে। সনাতন ধর্মের প্রচারে বাংলায় ঘটা করেই দুর্গা মায়ের আরাধনা করা হবে। উক্ত খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়, খড়দা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌম দত্ত প্রমুখ। এদিন পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং হালিশহর চাঁদনিঘাট জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেন। জগন্নাথ দেবের কাছে তিনি প্রার্থনা করেন, মহাপ্রভু যেন সকলের জীবনে সুখ ও শান্তি ভরিয়ে দেন।

আজ থেকে মেট্রোয় বাড়ছে ট্রেন, বাড়ছে পরিষেবার সময়ও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনে ট্রেনের সংখ্যা ও পরিষেবার সময় বাড়ানো হচ্ছে। আজ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে এই নতুন সময়সূচি চালু করা হচ্ছে বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এই বিষয়ে জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, এর ফলে কর্মজীবী ও সাধারণ যাত্রীদের জন্য সকালে আরও দ্রুত পরিষেবা দেওয়া শুরু হবে। একই সঙ্গে রাতেও বাড়বে মেট্রো চলাচলের সময়ও।

অনেক থেকে শনিবার ব্লু লাইনে দক্ষিণেশ্বর ও শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে সকাল ৬টায় প্রথম ট্রেন ছাড়বে। মহানায়ক উত্তমকুমার ও দমদম থেকেও সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশে পরিষেবা শুরু হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, রাতেও বাড়ছে পরিষেবার সময়। দক্ষিণেশ্বর থেকে রাত ১০টা ৩ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরামের উদ্দেশে এবং ১০টা ১৮ মিনিটে মহানায়ক উত্তমকুমারের দিকে শেষ ট্রেন ছাড়বে। এছাড়াও দমদম থেকে শেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ১০টা ১৫ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম এবং ১০টা ৩০ মিনিটে মহানায়ক উত্তমকুমারের দিকে।

অন্যদিকে, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের শেষ ট্রেন রাত ১০টা ১৫ মিনিটে এবং দমদমের দিকে শেষ ট্রেন রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। এছাড়াও মহানায়ক উত্তমকুমার থেকেও দক্ষিণেশ্বর ও দমদমের দিকে শেষ ট্রেন যথাক্রমে রাত ১০টা ২৮ মিনিট ও ১০টা ৪৩ মিনিটে ছাড়বে। অপরদিকে গ্রিন লাইনে প্রতি সোমবার থেকে শনিবার হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের উদ্দেশে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬টায়। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে প্রথম পরিষেবা শুরু হবে সকাল ৬টা ৯ মিনিটে। এছাড়াও সিটি সেন্টার থেকে হাওড়া ময়দানের প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে। রাতে হাওড়া ময়দান ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে। সিটি সেন্টার থেকে হাওড়া ময়দানের শেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ১০টা ৩৬ মিনিটে।

পাশাপাশি রবিবারও বদলাচ্ছে পরিষেবা। ওই দিন ব্লু লাইনে দক্ষিণেশ্বর, মহানায়ক উত্তমকুমার ও শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে সকাল ৯টা নাগাদ পরিষেবা শুরু হবে। দমদম থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের দিকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৯টা ৫ মিনিটে। রাতের শেষ পরিষেবার সময়েও পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

রবিবার গ্রিন লাইনে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের দিকে প্রথম ট্রেন সকাল ৯টায় ছাড়বে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৯টা ২ মিনিটে। সিটি সেন্টার থেকে হাওড়া ময়দানের প্রথম পরিষেবা শুরু হবে সকাল ৯টায়। রাতের শেষ ট্রেনের সময় অবশ্য আগের মতোই থাকবে।

মেট্রো সূত্রে খবর, পরিষেবা বাড়ানোর ফলে ব্লু লাইনে সোমবার থেকে শুক্রবার ট্রেনের সংখ্যা ২৬০ থেকে বেড়ে ২৭২টি হবে। শনিবার ২৪৬টির পরিবর্তে চলবে ২৫৮টি এবং রবিবার ১৫২টির বদলে ১৫৮টি ট্রেন। একইভাবে গ্রিন লাইনে সোমবার থেকে শুক্রবার পরিষেবা ২২৮টি থেকে বেড়ে ২৩৬টি হবে। শনিবার ২০৪টির পরিবর্তে ২১২টি এবং রবিবার ১০৮টির পরিবর্তে ১১১টি ট্রেন চালানো হবে। এই প্রসঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, সপ্তাহের কর্মদিবস এবং শনিবার সকালে যাত্রীদের জন্য আরও আগে মেট্রো পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিদিন রাতের পরিষেবার সময়ও বাড়ানো হচ্ছে, যাতে যাত্রীরা আরও বেশি সময় মেট্রো ব্যবহার করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীদের নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের কথা মাথায় রেখেই এই পরিষেবা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে নতুন সময়সূচি চালুর পর যাত্রী পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর অশ্লীল পোস্টার ঘিরে বিতর্ক, শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিজেপি নেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রকে ঘিরে রবিবার নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্টার প্রকাশ্যে প্রদর্শনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ। আনন্দপুর থানার পাশাপাশি বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানাতেও অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে দাবি। এই ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবারের ধর্মতলায় বামেদের ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে।

ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীলেখা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেখানে তাঁকে এমন একটি পোস্টার হাতে দেখা যায়, যাতে প্রধানমন্ত্রীকে অবমাননা করা হয়েছে বলে বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে। সেই ছবি সামনে আসার পরেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। কেয়া ঘোষের অভিযোগ, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই ওই ধরনের পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই এই ধরনের পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে।'

শুধু অভিযোগ দায়ের করেই থামেননি বিজেপির এই নেত্রী। শ্রীলেখা মিত্রকে দ্রুত গ্রেপ্তার করার দাবিও তুলেছেন তিনি। এক্ষেত্রে কেয়া ঘোষের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আরও অনেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাবেন। এদিকে, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে মোট ১৮টি পুলিশি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এখনও কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি।

যদিও এই পোস্টার-কাণ্ডকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। বামেদের ছাত্র আন্দোলনের মঞ্চে অভিনেত্রীর উপস্থিতি থেকে শুরু করে পোস্টার বিতর্ক, পুরো ঘটনাই এখন রাজনৈতিক এবং আইনি, দুই ক্ষেত্রেই নতুন মাত্রা পেয়েছে। আগামী দিনে পুলিশি তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

কলকাতায় সাংবাদিক নিগ্রহে ধৃতদের তৃণমূল-যোগ নিয়ে বার্তা মন্ত্রী তাপস রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সরাসরি যোগ আছে বলে রবিবার দাবি করলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। রবিবার কার্গিল বিজয় দিবসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার শুরু হয়েছে। শনিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেছেন বলে জানান তিনি।

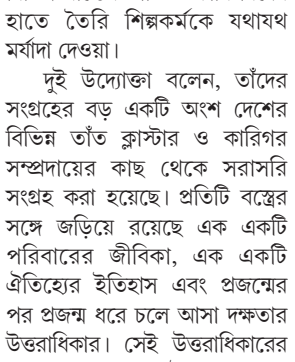

মন্ত্রী তাপস রায় এদিন বলেন, যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা তৃণমূল করেন এবং তৃণমূলের অ্যাক্টিভিস্ট। এঁরা অসভ্য। এঁদের বিরুদ্ধে কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। তাঁদের বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রসঙ্গও টেনে মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের ভরসা ফিরিয়ে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফলে দেশে আবার ভরসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি ধর্মতলার ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের ভূমিকা নিয়েও কড়া মন্তব্য করেন তিনি। তাপসের দাবি, প্রতিবাদের নামে সেখানে 'জঙ্গিপনা' হয়েছে। এই সব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন আইনে মামলা করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে ৭০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁদের কেউই ছাত্র নন।

এদিন দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে তাপস বলেন, যাঁদের কাছে ভারত মাতা, দেশপ্রেম বা রাষ্ট্রপ্রেম অগ্রাধিকার নয়, তাঁদের বিষয়ে আমরা কথা বলতে পারি না। গত কয়েকদিন ধরে দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের কার্যকলাপের চেষ্টা হচ্ছে, তা দেশদ্রোহী ও রাষ্ট্রবিরোধী। বিদেশি অর্থের সাহায্যে দেশের অবস্থান দুর্বল ও অস্থির করার চেষ্টা চলছে।

বিধানসভা পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন প্রসঙ্গেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন মন্ত্রী। তিনি আরও জানান, বিধানসভায় আইন মেনেই ডিলিমিটেশন করা হবে।

তাঁত, খাদি-সহ স্বদেশি বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে কলকাতায় শুরু 'দ্য অরা গ্যালারি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং হস্তশিল্পকে আরও বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরতে কলকাতার রাজা এসসি মল্লিক রোডে শুরু হল 'দ্য অরা গ্যালারি', যা সাই খাদি-র একটি নতুন উদ্যোগ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী সোনালী চৌধুরী এবং অভিনেতা অভ্রজিৎ চক্রবর্তী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার দুই কর্ণধার রিঙ্কু সিং ও উদিপ্তা জেনা বলেন, এই গ্যালারি শুধুমাত্র একটি পোশাকের দোকান নয়, এটি ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং কারুশিল্পের প্রতি এক আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। যেখানে শাড়ি ছাড়াও কুর্তা কুর্তি, পাঞ্জাবি সবই পাওয়া যাবে। সংস্থার মূল লক্ষ্য হল ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাককে জনপ্রিয় করে তোলা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তাঁতি ও কারিগরদের হাতে তৈরি শিল্পকর্মকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া।

দুই উদ্যোক্তা বলেন, তাঁদের সংগ্রহের বড় একটি অংশ দেশের বিভিন্ন তাঁত ক্লাস্টার ও কারিগর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি বস্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক একটি পরিবারের জীবিকা, এক একটি ঐতিহ্যের ইতিহাস এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা দক্ষতার উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকারের সম্মান রক্ষা করাই 'দ্য অরা গ্যালারি'-র মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠানের মূল বার্তা—ট্র্যাডিশন ওভার ট্রেন্ডস-ওয়্যার দ্য স্বদেশি থ্রেডস। অর্থাৎ, সাময়িক ফ্যাশনের পরিবর্তে ভারতীয় ঐতিহ্য ও স্বদেশি বস্ত্রকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সোনালী ও অভ্রজিৎ বলেন, পুজোর আগে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনা বিপুল এই সম্ভার ক্রেতাদের আকর্ষণ করবে।

সংস্থার পক্ষ থেকে চারটি মূল প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরা হয়। সেগুলি হল গ্রাহকদের ন্যায্য মূল্যে উন্নত মানের ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক প্রদান, ভারতীয় তাঁতি ও কারিগরদের পাশে দাঁড়ানো, পরিবেশবান্ধব ও হাতে তৈরি পোশাকের প্রসার ঘটানো এবং প্রতিটি গ্রাহককে আন্তরিক ও সৎ পরিষেবা প্রদান করা।

ভারতীয় হস্ততাঁত, খাদি ও ঐতিহ্যবাহী পোশাককে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি স্বদেশি শিল্প ও কারিগরদের অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্য নিয়েই এই নতুন পথচলা শুরু হল।

নিম্নচাপ আর ঘূর্ণাবর্তের জেরে এখনই দুর্যোগ পিছু ছাড়ছে না বঙ্গের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির কথা আগেই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সেই নিম্নচাপ আরও শক্তি বাড়াচ্ছে। ঘূর্ণাবর্তটি রয়েছে সমুদ্রতল থেকে ৯.৪ কিলোমিটার উঁচুতে। অর্থাত, সাগরে তার অবস্থান এখন অনেকটাই স্পষ্ট। আগামী দু'তিন দিনে তা আরও সুস্পষ্ট হতে পারে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের কাছে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে। ওই একটি অঞ্চলে সেটি শক্তি বাড়িয়ে আগামী ১২ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। সেটি ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। সোমবার গভীর নিম্নচাপটি উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূল অতিক্রম করতে পারে। ফলে দুর্যোগ এখনই পিছু ছাড়ছে না বঙ্গে। গাঙ্গেয় উপকূল ও সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। সোমবার পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সেজন্য মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। উপকূল এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল হবে।

সমুদ্রপৃষ্ঠে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৫৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। আর সেই কারণেই রবিবার বেলার পর থেকেই আবহাওয়া বদলে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।

এছাড়া, বর্ষাকালীন অক্ষরেখা রাজস্থান থেকে উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড হয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অতিভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সঙ্গে প্রায় সব জেলাতেই ঝোড়ো হাওয়া বইবে। কোথাও কোথাও তার গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্তও। মঙ্গলবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত আর ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা নেই। বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি চলবে সর্বত্র। এদিকে নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল রয়েছে। সমুদ্রের উপর ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। তার ফলে আজ সোমবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর থেকে আবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। তবে মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি কমবে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.২ ডিগ্রি কম। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দার্জিলিঙে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙে ভারী বৃষ্টি চলবে আজ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত। এছাড়া, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারেও মঙ্গলবারের পর থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চললেও আপাতত আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনও সতর্কতা নেই।

সোমবার ১২ ঘণ্টা শহরজুড়ে বন্ধ থাকতে চলেছে অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সপ্তাহের প্রথম দিনেই চরম দুর্ভোগের আশঙ্কা তিলোত্তমায়! কারণ, সপ্তাহের শুরুতেই টানা ১২ ঘণ্টা শহরজুড়ে সম্পূর্ণ স্তব্ধ থাকতে চলেছে অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা। সোমবারে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সিআইটিইউ-র ডাকে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে সপ্তাহের শুরুতেই যাত্রী ভোগান্তি যে চরমে পৌঁছবে, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কারণ, কম সময়ে ও নির্ঝঞ্ঝাটে যাতায়াতের জন্য শহরের একটা বড় অংশের মানুষ অ্যাপ ক্যাবের ওপর নির্ভরশীল। তবে সোমবার দিনভর পরিষেবা মেলানো দুষ্কর হতে পারে। তাই ভোগান্তি এড়াতে যাত্রীদের মেট্রো, সরকারি-বেসরকারি বাস বা সাধারণ হলুদ ট্যাক্সির মতো বিকল্প পরিবহণ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে এই ধর্মঘট নিয়ে সিটু সূত্রে খবর, ভাড়াবৃদ্ধি ও পুনর্গঠন-সহ মোট ১১ দফা দাবিতে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। সিআইটিইউ সূত্রের খবর, সরকারের কাছে দীর্ঘ দিন ধরে এই দাবিগুলো জানানো হলেও কোনো সুরাহা মেলেনি। শুধু তাই নয়, সংগঠনের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বেশ কিছু দাবিও তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, ভাড়াবৃদ্ধি ও পুনর্গঠনের কথা। সিটুর তরফ থেকে স্পষ্ট দাবি জানানো হচ্ছে যে, অবিলম্বে অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া পুনর্গঠন করতে হবে এবং এসি লাক্সারি ক্যাবের ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বাণিজ্যিক কাজে প্রাইভেট বাইক ও ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়াও কলকাতার বুকে রয়েছে সিএনজি সমস্যা। আর সেই কারণেই কলকাতায় ক্যাব চালকদের সিএনজি রিফুয়েলিং সংক্রান্ত যে দীর্ঘদিনের সমস্যা রয়েছে তার দ্রুত সমাধানের দাবিও জানানো হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে রয়েছে পলিউশন অর্থাৎ দূষণ সংক্রান্ত জটিলতাও। বাণিজ্যিক গাড়ির পলিউশন টেস্ট করার ক্ষেত্রে মোবাইল নম্বর ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা বন্ধের দাবি তোলা হয়েছে।

এই সব দাবিকে সামনে রেখে ধর্মঘট সফল করতে সোমবার সকাল ১১টায় মৌলালি রামলীলা পার্কে সমস্ত অ্যাপ ক্যাব চালকদের জমায়েতের আহ্বান জানিয়েছে সিআইটিইউ। সেখান থেকে একটি বিশাল মিছিল নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের দিকে যাবেন আন্দোলনকারীরা। পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের হাতে ডেপুটেশনও তুলে দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে সিআইটিইউ নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, 'আগের সরকারের কাছেও আমরা এই দাবিগুলো তুলে ধরেছিলাম, নতুন সরকারের কাছেও পেশ করেছি। বাধ্য হয়েই আমাদের রাজপথে নামতে হচ্ছে।'

সম্পাদকীয়

আদালতের কার্যকলাপ নিয়ে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বন্ধ হোক

আদালতের কোনও শুনানির অডিয়ো বা ভিডিয়ো ক্লিপিংস সোশ্যাল মিডিয়া বা যত্রতত্র যেমন খুশি পোস্ট বা শেয়ার করা যাবে না। এর জন্য চাই যথাযথ অনুমতি। সম্প্রতি এক জনস্বার্থ মামলায় এরকমই নির্দেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। বেঞ্চ এই নির্দেশ দিতে গিয়ে বেশ কড়া ভাষায় বলেছে, আদালত কোনও ২৪ ঘণ্টার বিনোদন চ্যানেল নয়। যথাযথ অনুমতি ছাড়া শুনানি বা আদালতের কার্যকলাপের অডিয়ো বা ভিডিয়ো রেকর্ডিং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা যাবে না। একই সঙ্গে কোর্ট রুমের ছবি ও ফুটেজও যত্রতত্র শেয়ার করা যাবে না বলে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ। তবে শীর্ষ আদালত এই নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি স্পষ্ট করে দিয়েছে এর জেরে আদালতের কার্যবিবরণী সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না। এটিকে বাক স্বাধীনতার উপর কোনও দমনমূলক আদেশ হিসাবে মনে করলে চলবে না। শীর্ষ আদালতের এই আদেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ, এটাই বাস্তব যে এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কোনও কিছুরই আর রাখঢাক নেই। সব কিছুই প্রকাশ্যে চলে আসছে। বিপজ্জনক হল, বেশির ভাগ মানুষের হাতেই এখন সোশ্যাল মিডিয়া।যাদের সিংহ ভাগেরই কোনও ধারণা নেই আইন, আদালত-সহ নানা বিষয়ে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাটা হল, স্মার্ট ফোনের দৌলতে সবার হাতেই পৌঁছে যাচ্ছে আদালতের শুনানি থেকে কোর্টরুমের ছবি। অনেকে আবার অজ্ঞতা থেকে এসব বিষয় নিয়ে মস্করাও করছেন। সমাজের কোথায় তার কী প্রভাব তা জানার বা বোঝার কোনও দায় নেই তাদের। কিন্তু এই ছেলেকেলা তো আর অনন্তকাল চলতে পারে না। তাই একদম সঠিক পদক্ষেপই করেছে শীর্ষ আদালত। সম্প্রতি এই সমস্যা নিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলাকারী এক সাংবাদিক অভিযোগ করেন, শুনানির কিছু অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে অপপ্রচার চলছে। এতে বিচার ব্যবস্থার উপর আমজনতার বিশ্বাস নষ্ট হচ্ছে। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ জারি করল। আশা করা যায়, বিচার ব্যবস্থা নিয়ে ছেলেখেলা এবার বন্ধ হবে।

শব্দছক ২২৭

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অনুশোচনা ৪. আইন ৬. ভিন্ন ৭. লজ্জাবতী বা লজ্জাবান ৮. শরতে ফোটা বড় সাদা ফুলগাছ ৯. জঙ্গল ১০. শহর ১২. বাদলে ছাওয়া ১৪. ভাগ্য গণনাকারী ১৫. অন্য ভাষায় ভুট্টা ১৭. সংখ্যায় মূল্যমান ১৮. পক্ক ১৯. শারীরিক ২০. লালসা ২১. সাত সঙ্গীতসুরের প্রথমটি ২২. নোনাস্বাদ-যুক্ত

ওপর-নিচ: ১. অনাদরজনিত মনোবেদনা ২. লবণ ৩. কিংশুক ৪. বায়স ৫. চোখ ৮. নিমিত্ত ৯. সাদা পাখির ঝাঁক ১১. আকাশ ১৩. হঠাৎ তীব্র বায়ু-প্রবাহ ১৬ উপাস্য দেবতার ভক্তি-নিবেদক ১৭. মানব ১৮. অগ্নি ১৯. কর্ম ২০. নুন-স্বাদযুক্ত

সমাধান ২২৬ — পাশাপাশি: ১. কাঁঠাল ৫. পরপোকার ৮. সুরকার ৯. চন্দ্র ১২. খর্চা ১৩. কল্পনা ১৫. তাগাড় ১৬. চাষা ১৭. সদ্যোত ১৮. হাত ১৯. ঘড়ি ২০. কবর

ওপর-নিচ: ১. ঠাকুরদা ৩. কর ৪. খোকা ৫. পরচর্চা ৬. পোক্ত ৭. রঙ্গ ১০. অল্প ১১. সেতার ১২. খড়খড়ি ১৩. কষা ১৪. নাপিত ১৬. চাতক ১৮. হার

আজকের দিন

- **১৮৯৭** — ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক প্রথমবার গ্রেপ্তার হন।
- **১৯৯৪** — শুটার জাসপাল রানা বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের জুনিয়র বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।
- **২০১৫** — ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম পরলোকগমন করেন।

জন্মদিন

১৯১৩ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্পনা দত্তের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট গিটার শিল্পী বিশ্ব মোহন ভাটের জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাহুল বোসের জন্মদিন।*

কল্পনা দত্ত

লাদাখের সিংহ কর্নেল সোনম ওয়াংচুক, মহাবীর চক্র (এমভিসি)

সোমা মুখোপাধ্যায়

জলবায়ু কর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুককে অনেকেই চেনেন, যিনি যন্তর মন্তরে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র প্রতিবাদকে সমর্থন করে অনশনে বসে ছিলেন। কিন্তু লাদাখের সিংহ কর্নেল সোনম ওয়াংচুককে অনেকেই চেনেন না, তিনিও লাদাখেরই বাসিন্দা। 'লাদাখের সিংহ' নামে পরিচিত কর্নেল সোনম ওয়াংচুক ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধের আরেক বীর যোদ্ধা। কর্নেল সোনম ওয়াংচুক, এমভিসি, লাদাখের একজন কারগিল যুদ্ধের বীর ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে চোরবাত লা গিরিপথ সুরক্ষিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা, যিনি ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইতিহাসে নিজের নাম খোদাই করেছেন। তাঁকে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ যুদ্ধকালীন বীরত্বের পুরস্কার মহাবীর চক্র (এমভিসি) প্রদান করা হয়।

জলবায়ু কর্মী ওয়াংচুক যখন কৃত্রিম হিমবাহের মতো উদ্ভাবনের মাধ্যমে লাদাখের জল সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন, তখন সৈনিক সোনম ওয়াংচুক কারগিল যুদ্ধে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে নিজের জীবন বাজী রেখে লড়াই করছিলেন।

১৯৬৪ সালের ১১ই মে তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের লেহ-র নিকটবর্তী শঙ্কর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী কর্নেল সোনম ওয়াংচুক বেড়ে উঠেছিলেন দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের মাঝে, যা পরবর্তীকালে তাঁর দৃঢ়তার পরীক্ষা দিয়েছিলেন। লাদাখের সিংহ এই নামেই কর্নেল সোনম ওয়াংচুক কারগিলের পাহাড়ে আরেকটি পরিচয় অর্জন করেছিলেন ।

১৯৬৪ সালের ১১ই মে তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের লেহ-র নিকটবর্তী শঙ্কর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কর্নেল সোনম ওয়াংচুক। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের মাঝে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। চেন্নাইয়ের অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে যোগদান করেন তিনি এবং আসাম রেজিমেন্টের চতুর্থ ব্যাটালিয়নে কমিশন লাভ করেন। সর্বোচ্চ উচ্চতার যুদ্ধে সহনশীলতার জন্য পরিচিত লাদাখ স্কাউটসের সিন্ধু শাখা;'স্নো ওয়ারিয়র্স'-এ যোগদানের আগে তিনি শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় শান্তিরক্ষা বাহিনী (আইপিকেএফ)-সহ বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকায় দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সাল নাগাদ তৎকালীন মেজর সোনম ওয়াংচুক লাদাখের প্রতিকূল ভূখণ্ডের সঙ্গে পরিচিত একজন পোড়খাওয়া যোদ্ধা ছিলেন। কারগিল যুদ্ধে যখন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীরা নিয়ন্ত্রণ রেখার (এলওসি) ওপারে কৌশলগতভাবে পাহাড়ের উচ্চভূমিগুলো দখল করে নেয়, তখন তাদের বিতাড়িত করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী 'অপারেশন বিজয়' শুরু করে । ১৮,০০০ ফুটেরও বেশি উঁচু হিমবাহ-ঢাকা শৈলশিরাযুক্ত বাটালিক সেক্টরটিতে তখন হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, তুষারঝড়, পাতলা বাতাস এবং এমন সব খাড়া ঢালের মতো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপই প্রাণঘাতী ছিল।

১৯৯৯ সালের ২৮-৩০ মে মেজর ওয়াংচুককে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শত্রুদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে এবং নজরদারির জন্য চৌকি স্থাপনের জন্য তাঁকে চোরবাত লা-তে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শৈলশিরা সুরক্ষিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন তিনি লাদাখ স্কাউটসের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে অন্ধকার ও প্রতিকূল আবহাওয়ার আড়ালে নিয়ন্ত্রণ রেখার দিকে অগ্রসর হন। সেই সময় লাদাখে সোনম ওয়াংচুকের পল্টন অতর্কিত হামলার শিকার হয়েছিল।সুবিধাজনক অবস্থান থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা সেনাদলটির ওপর অতর্কিত হামলা চালালে অভিযানটি আকস্মিক মোড় নেয়।

প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয় এবং সেই যুদ্ধে হাবিলদার সেওয়াং রিগজিন নামে একজন এনসিও নিহত হন। রিগজিনকে মরণোত্তর বীর চক্রে ভূষিত করা হয়। পরিস্থিতি ছিল বিপজ্জনক। পিছু হটলে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হাতছাড়া হতে পারত, কিন্তু সুরক্ষিত অবস্থানগুলোর দিকে সরাসরি এগিয়ে যাওয়াটা আত্মঘাতী পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছিল। এই সংকটময় মুহূর্তে তৎকালীন মেজর ওয়াংচুকের নেতৃত্ব ছিল বীরত্বের প্রতীক। তিনি তাঁর সৈন্যদের শান্ত করলেন এবং দ্রুত একটি পাল্টা পরিকল্পনা তৈরি করলেন। ভারতীয় সেনাদের নিয়ে অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি একটি দুঃসাহসিক পার্শ্ব-আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। শত্রুর অবিরাম গোলাবর্ষণ এবং অক্সিজেনের অভাব যার কারণে পাতলা বায়ুমণ্ডল। কর্নেল ওয়াংচুক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় একদম সামনের সারিতে ছিলেন। তাঁর সৈন্যরা ঘাঁটিটি দখল করে নেয়, দুজন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে এবং শত্রু সেনাদের মৃতদেহের পাশাপাশি একটি ভারী মেশিনগান, একটি ইউনিভার্সাল মেশিনগান, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করে। এই দ্রুত পদক্ষেপ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

এরপর তিনি নিয়ন্ত্রণ রেখা পর্যন্ত এলাকাটি সকল শত্রু অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত করার জন্য অভিযান শুরু করেন। কারগিল যুদ্ধের অন্যতম প্রথম সফল অভিযান চোরবাত লা। এর ফলে ভারতীয় বাহিনীর মনোবল বেড়ে গিয়েছিল এবং লাদাখ পর্বতমালায় শত্রুরা আর ঘাঁটি তৈরি করতে পারে নি।চরম প্রতিকূল আবহাওয়ায় শত্রুর মোকাবেলায় তাঁর অসামান্য বীরত্ব, সামনে থেকে নেতৃত্ব এবং কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য মেজর (পরবর্তীতে কর্নেল) সোনম ওয়াংচুককে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ যুদ্ধকালীন বীরত্ব পুরস্কার মহাবীর চক্র (এমভিসি) প্রদান করা হয়। যদি ওয়াংচুক নিজে তাঁর শান্ত স্বভাব ও বিনয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন এবং প্রায়শই নিজের কৃতিত্বকে ছোট করে দেখাতেন এবং তাঁর সৈন্যদের কৃতিত্ব দিতেন ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর জোর দিতেন। কর্নেল সোনম ওয়াংচুক ২০১৮ সালে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত দেশের সেবা করে গেছেন। তিনি ৬১ বছর বয়সে, ২০২৬ সালের ১০ই এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

নৈরাজ্যে কখনই প্রতিবাদ নয়

সুবল সরদার

আমি প্রথমেই স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন করি। নীট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের মতো জাতীয় লজ্জার ঘটনার বিরুদ্ধে ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছিল। তাদের দাবি ছিল ন্যায্য। স্বচ্ছতা চাওয়া, মেধার মূল্যায়ন চাওয়া, ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত চাওয়া কোনো অপরাধ নয়। একটি স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রতিটি ছাত্রের অধিকার। সেই অধিকার যখন প্রশ্নের মুখে পড়ে, তখন প্রতিবাদই গণতন্ত্রের প্রথম ভাষা হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সরকার যখন ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়ে পদক্ষেপ করল, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র যাদবকে পদত্যাগ করতে হল, ওয়াংচু-এর অনশন ভাঙল ; তখনই প্রমাণ হল এটাই আমাদের গণতন্ত্রের শক্তি। জনতার চাপে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়। এটাই ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য।

কিন্তু সমস্যা এখানেই। যে আন্দোলন ন্যায্য দাবি নিয়ে শুরু হয়েছিল, তার পবিত্রতা নষ্ট করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল নৈরাজ্য। প্রতিবাদের নামে যা হয়েছে তা কোনো সভ্য সমাজ মেনে নিতে পারে না। আন্দোলনের মূল সুর হারিয়ে গিয়ে সেখানে বেজে উঠল হিংসার সুর।

দেখা গেল ভাড়াটে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ময়দানে নেমে পড়লেন ঘোলা জলে মাছ ধরতে। ছাত্রদের কাঁধে ভর করে নিজেদের রাজনৈতিক রুটি সেঁকতে চাইলেন তাঁরা। তাঁদের বক্তৃতায় প্রতিবাদের ভাষা পাল্টে গেল। যুক্তির জায়গা নিল উস্কানি। কিছু উগ্র গোষ্ঠী সুযোগ বুঝে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেরা আড়ালে থাকল। টুকরো টুকরো গ্যাং তৈরি করে তারা এলাকা ভাগ করে নিল। সাধারণ মানুষের যাতায়াত বন্ধ হল। দোকানপাট ভাঙচুর হল। মহিলা সাংবাদিকদের গায়ে হাত তোলা হল, ক্যামেরা ভাঙা হল। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা আক্রান্ত হলেন। রাস্তায় ভারতবিরোধী স্লোগান উঠল। দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হল। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হল, পুলিশ রক্তাক্ত হল। একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা পুলিশের পেটে লাথি মারা হল। অ্যাম্বুলেন্স আটকে দেওয়া হল। এটা প্রতিবাদ নয়, দানবিক নিষ্ঠুরতা। বলুন তো, এটা কি প্রতিবাদ? না, এটা সুপরিকল্পিতভাবে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার চক্রান্ত। দিল্লি থেকে কলকাতা সর্বত্র একটাই লক্ষ্য ; ভারতের সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া।

যে আন্দোলন ন্যায্য দাবি নিয়ে শুরু হয়েছিল, তার পবিত্রতা নষ্ট করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল নৈরাজ্য। প্রতিবাদের নামে যা হয়েছে তা কোনো সভ্য সমাজ মেনে নিতে পারে না। আন্দোলনের মূল সুর হারিয়ে গিয়ে সেখানে বেজে উঠল হিংসার সুর। দেখা গেল ভাড়াটে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ময়দানে নেমে পড়লেন ঘোলা জলে মাছ ধরতে। ছাত্রদের কাঁধে ভর করে নিজেদের রাজনৈতিক রুটি সেঁকতে চাইলেন তাঁরা। তাঁদের বক্তৃতায় প্রতিবাদের ভাষা পাল্টে গেল। যুক্তির জায়গা নিল উস্কানি। কিছু উগ্র গোষ্ঠী সুযোগ বুঝে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেরা আড়ালে থাকল। টুকরো টুকরো গ্যাং তৈরি করে তারা এলাকা ভাগ করে নিল। সাধারণ মানুষের যাতায়াত বন্ধ হল। দোকানপাট ভাঙচুর হল। মহিলা সাংবাদিকদের গায়ে হাত তোলা হল, ক্যামেরা ভাঙা হল। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা আক্রান্ত হলেন। রাস্তায় ভারতবিরোধী স্লোগান উঠল।

ককরোজ জনতা পার্টির আন্দোলনের আড়ালে কারা ছিল? কারা এই আগুনে ঘি ঢেলেছে? যারা পিছন থেকে মদত দিয়েছেন। রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, অরবিন্দ কেজরিওয়াল সহ আরও অনেক নেতা-নেত্রী সমানভাবে দায়ী। মঞ্চে দাঁড়িয়ে যারা আগুন জ্বালিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন, তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলা সম্পত্তি ভাঙার দায় তাঁরা এড়াতে পারেন না। আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, কিছু সেলিব্রেটি সস্তার প্রচারের আলোয় আসার জন্য নেমে পড়লেন। অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, নাসিরুদ্দিন শাহ সহ আরও নামীদামী মানুষ। পর্দায় যারা দেশপ্রেমের ডায়লগ দেন, জাতীয় সংহতির কথা বলেন, তারাই যখন বিনা তথ্যে, দায়িত্বজ্ঞানহীন পোস্ট করেন, তখন যুবসমাজ বিভ্রান্ত হয়। তাঁদের একটা পোস্টে হাজারটা গুজব ডানা মেলে। তাঁরা বাংলাদেশের মতো ভারতকে টুকরো টুকরো করার যে ষড়যন্ত্র, অজান্তে হোক বা জেনে, তার মুখপাত্র হয়ে গেলেন। এই প্রতিবাদে বিদেশি শক্তির মদত ছিল, ক্রমশ তার তথ্য-প্রমাণ সামনে আসছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ড, বিদেশি ফান্ডিং, ভুয়ো ভিডিও ; সবকিছুই ইঙ্গিত দেয় এটি নিছক ছাত্র আন্দোলন ছিল না।

উগ্র দেশ-বিরোধী, জেহাদি কাজকর্মকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া যায় না। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে দেশদ্রোহিতা চলতে পারে না। বাংলা থেকে যাদবপুরী কালচারের নামে যে অপসংস্কৃতি, অপকৃতির আঁতুর ঘর তৈরি হয়েছে, তা ভেঙে ফেলতে হবে। শিক্ষাঙ্গন রাজনীতির আখড়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় হবে জ্ঞানচর্চার জায়গা, হিংসা ছড়ানোর কারখানা নয়। ছাত্ররা পড়াশোনা করতে আসে, পাথর ছুঁড়তে নয়। শেষে একটাই কথা। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে যারা হিংসা করেছে, যারা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে, যারা উস্কানি দিয়েছে, যারা বিদেশি এজেন্ডা চালিয়েছে ; আইন তাদের বিচার করবেই। আইনের চোখে সবাই সমান। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

আমরা প্রতিবাদ চাই। গণতন্ত্রে প্রতিবাদই শক্তি। প্রতিবাদ না থাকলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবাদ হোক শান্তিপূর্ণ। পাথর নয়, কলম চলুক। স্লোগান নয়, যুক্তি চলুক। রাস্তা অবরোধ নয়, সংলাপ চলুক। নৈরাজ্যে কখনো প্রতিবাদ হয় না। প্রতিবাদে শৃঙ্খলা না থাকলে সেটা ধ্বংস ডেকে আনে।

কোট-আনকোট

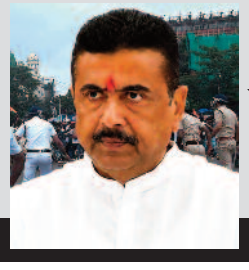

সব জামাতি, মৌলবাদী, ছাত্র আন্দোলনে অশান্তিতে ধৃতদের শাস্তি গুন্ডাদমন আইনেই।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রুমে ঝাঁঝালো স্প্রে, প্রাণ গেল রোগীর !

গাফিলতির অভিযোগে বিক্ষোভ দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: চিকিৎসাধীন রোগীর কক্ষে ঝাঁঝালো স্প্রে করার জেরেই মৃত্যু। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে উত্তাল হয়ে উঠল দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হাসপাতাল। চিকিৎসায় চরম গাফিলতি, অবহেলা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগে রবিবার হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়রা। তাঁদের দাবি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তের বলি হয়েছেন বেনাচিতির বাসিন্দা রাজকুমার মণ্ডল (৫৮)। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন বিক্ষোভকারীরা।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৩ জুলাই চিকিৎসক রাজকুমার মণ্ডলকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার নির্দেশ লিখে দেন। কিন্তু স্বাস্থ্য বিমা (ইনস্যুরেন্স) সংক্রান্ত কিছু জটিলতার অজুহাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়তে চায়নি বলে অভিযোগ। এরপরই হাসপাতালের পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়, রোগীর কক্ষে ঝাঁঝালো স্প্রে ব্যবহার করার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি ঘটে। টানা দু'দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রোগীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতি এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলার কারণেই অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে রাজকুমার মণ্ডলকে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং প্রকৃত সত্য সামনে আনার দাবিতে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জোরালো হয়েছে।

ঘুষ-কাণ্ডে এমভিআই গ্রেপ্তারের জের

আদালত চত্বরে সাংবাদিক দেখে চম্পট দিলেন এমভিআই অফিসাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের আনা হচ্ছে আদালতে, এই খবর শুনে আদালতে পৌঁছেছিলেন বেশ কয়েকজন মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর। কিন্তু সেখানে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের বুম আর ক্যামেরা দেখা মাত্রই কোনও বক্তব্য পেশ করা তো দূরের কথা, আদালত চত্বর থেকে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির মতো দৌড়ে পালালেন তাঁরা। সংবাদমাধ্যম তাদের পিছু ধাওয়া করে আদালতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তাঁরা দৌড়ত অবস্থায় বলেন, 'অফিসে এসেছে দেখা করতে।' উল্লেখ্য, বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানার রামপুর চেকপোস্টে বেআইনি তোলাবাজি এবং ঘুষ-কাণ্ডে অভিযুক্ত দুই বরখাস্ত এমভিআই অফিসার, নাজিমুল হক এবং অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রামের একটি রিসর্ট থেকে এই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার তাদের আসানসোল আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আর্জি জানানো হয়। বিচারক অভিযুক্তদের দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনা সূত্রপাত ১৯ জুলাই রাতে জাতীয় সড়কে কুলটি থানার অন্তর্গত রামপুর চেকপোস্টে। অভিযোগ, এই চেকপোস্টে আন্তঃরাজ্য লরি ও অন্যান্য দূরপাল্লার গাড়ি থেকে নিয়মিত অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণে টাকা তোলা হতো। অভিযুক্ত ওই দুই আধিকারিক। গত ২৩ তারিখ রাতে সরাসরি ঘুষ নেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ঘটনার খবর জানতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিবহণ দপ্তর তৎক্ষণাৎ কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং দুই অফিসারকেই সাসপেন্ড করে। বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রাখার কথা জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিসেস রুলস, ১৯৭১' অনুযায়ী দুই এমভিআই-কে সাময়িক বরখাস্ত করে গোটা ঘটনার তদন্তভার অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোর হাতে তুলে দেওয়া হয়। বরখাস্ত হওয়ার পর থেকেই গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় গা-ঢাকা দেন অভিযুক্ত নাজিমুল ও অনুপম। যদিও তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। দু'জনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশের তদন্তকারী দল। রবিবার ধৃতদের আসানসোল আদালতে তোলা হয়। আসানসোল আদালতে তোলা হচ্ছে ধৃত এমভিআই আধিকারিকদের। ধৃতদের দেখতে এসে, সাংবাদিক দেখেই দৌড়ে পালালো একাধিক এমভিআই আধিকারিক।

টাকা নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়ার ঘরপিছু ২৫ হাজার, দ্বিতীয় কিস্তির জন্য আলাদা বরাদ্দ ছিল। কেউ কাটমানি দেওয়ার পর প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে, কিন্তু আটকানো রয়েছে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা। আবার কেউ কাটমানি দিয়েও 'আজ নয় কাল' এর আশায় ২-৩ বছর ধরে ঘুরছে। অবশেষে সরকার বদলের পর সকলে মিলে পুলিশের দ্বারস্থ হল বসিরহাটের বহু মানুষ। যার মধ্যে টাকা নেওয়ার ভিডিও। যদিও সেই ভাইরাল ভিডিও-এর সত্যতা যাচাই করা হয়নি।

টাকা নেওয়ার সেই ভাইরাল ভিডিও ঘিরে আগেই বিতর্ক ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর তথা বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি কৌশিক দত্তের বিরুদ্ধে। এবার থানায় অভিযোগ জানিয়ে গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হল বাসিন্দারা। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই এলাকায় খোঁজ মিলছে না বসিরহাট পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের পুরপিতা কৌশিক দত্তের। তার বিরুদ্ধে ঘর করে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ায় নতুন করে সরব হলেন স্থানীয়

বাসিন্দারা। তাঁদের একাংশের দাবি, আবাস যোজনার নামে টাকা নেওয়া, ধার করা অর্থ ফেরত না দেওয়া এবং টাকা চাইতে গেলে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক অভিযুক্ত পুরপিতার বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, ৪ জুন রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই এলাকাছাড়া কৌশিক। কিছু দিন আগে তাঁর বাড়িতে আবাস যোজনার টাকা না পাওয়ায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। বসিরহাট পুরসভার সামনেও তাঁর গ্রেপ্তারির দাবিতে প্রতিবাদ হয়। এবার ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি বান্ডিল বান্ডিল টাকা তুলে দিচ্ছেন কৌশিক দত্তের হাতে। ভিডিয়োয় তা স্বীকারও করে বলতে শোনা গেছে, 'মায়ের কানের সোনার জিনিস বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে এনেছি।'

মুন্সিবাগানের বাসিন্দা শুভ হাজরা দাবি করেন, 'আমার থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নিয়েছিল। কিছু ফেরত দিলেও এখনও অনেক টাকা বাকি। বারবার চাইলেও পাইনি। একাধিক জায়গায় অভিযোগ করেছি।' অর্থ দাসের বক্তব্য, 'মানুষ জনপ্রতিনিধিকে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, মানুষের কাজ করার জন্য ভোট দেয়। এই ধরনের ভিডিও অত্যন্ত হতাশাজনক।' স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'লোকের টাকা মেরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এখন আবার টাকা নেওয়ার ভিডিয়ো সামনে এসেছে। অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত।' বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, 'সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকা, সোনা বিক্রি করে আনা অর্থ নেওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত লজ্জাজনক। প্রশাসন দ্রুত তাকে খুঁজে বার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।' অভিযোগের বিষয়ে কৌশিক দত্তের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ ছিল। তৃণমূল নেতা বুরহানুল মুকাদ্দিমকেও ফোন ও এসএমএস করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কলকাতায় বাংলার ছেলে কার্গিল বীর ক্যাপ্টেন কানাদ ভট্টাচার্যকে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন ৫০০ এনসিসি ক্যাডেট।

পালিতপুরে ফার্নেস ব্লাস্ট দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এদিন পালিতপুরের স্টিল কারখানায় ঘটে যাওয়া ফার্নেস ব্লাস্টের দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ও আহত হওয়া দুই শ্রমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন তিনি।

একইসঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে চলমান সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। সব পক্ষের সম্মতিতে অচলাবস্থার অবসান ঘটেছে এবং নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে খুব শীঘ্রই কারখানার উৎপাদন পুনরায় শুরু হবে বলে জানান মৌমিতা দেবী।

এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, শনিবার রাতে বর্ধমানের পালিতপুরে লোহা কারখানায় আচমকাই ফার্নেস বিস্ফোরণ, জখম ২ শ্রমিক। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অন্য শ্রমিকরা। তাঁদের অভিযোগ, বারবার জানানো সত্ত্বেও মালিকপক্ষ সুরক্ষার জন্য কোনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেনি। কেবল হেলমেট আর জুতো দিয়েই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছিল।

'মঙ্গল ঘট' থিমে চমক

খুঁটি পুজো দিয়ে শুরু উর্বশী সর্বজনীনের দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শহরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এবং বিগ বাজেটের দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম সিটি সেন্টারের উর্বশী সর্বজনীন দুর্গাপুজো। প্রতিবছরের মতো এবারও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের লক্ষ্যে শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। রবিবার খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হলো এবারের দুর্গোৎসবের। এ বছর ২৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে উর্বশী সর্বজনীন দুর্গাপুজো। প্রতি বছরের মতো এবারও দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে অভিনব ভাবনা ও নান্দনিক উপস্থাপনা। এবারের পুজোর মূল থিম 'মঙ্গল ঘট'। উদ্যোক্তাদের দাবি, থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হবে মণ্ডপ, আলোকসজ্জা এবং গোটা পুজো প্রাঙ্গণের পরিবেশ। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে নারকেলের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হবে মণ্ডপ, যা দর্শনার্থীদের কাছে বাড়তি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে বলে আশা কমিটির। খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই, পুজো কমিটির সভাপতি তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সন্দীপ দে, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং পুজো কমিটির সদস্যরা। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবারও নতুনত্ব ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে দর্শনার্থীদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়েছে মণ্ডপ নির্মাণ ও অন্যান্য প্রস্তুতির কাজ।

কার্গিল স্মৃতি সৌধে বিজয় দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে একমাত্র কালনার কোয়ালডাঙ্গায় অবস্থিত কারগিল স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় কারগিল বিজয় দিবস। ২৬ জুলাই, সেই ঐতিহাসিক দিন যেদিন ভারতীয় সেনা ৭৪ দিনের দীর্ঘ লড়াই শেষে ১৯৯৯ সালে শত্রু পক্ষকে পরাস্ত করে কারগিল বিজয় অর্জন করেছিল। এই উপলক্ষে রবিবার সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শহিদ বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শুধু স্মরণ নয়, দিনভর চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এদিন 'কারগিল হিরোস' নামে একটি বইয়ের উদ্বোধন করা হয় মঞ্চ থেকে। পাশাপাশি কোয়ালডাঙা গ্রামে ঢোকার মুখে একটি কারগিল যোদ্ধা স্মৃতি তোরন উদ্বোধন করা হয় রবিবার। ভারতবর্ষে তিনটি উল্লেখযোগ্য কারগিল স্মৃতি সৌধের মধ্যে একটি এই কোয়ালডাঙ্গার সৌধ।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সুরজিৎ দাশগুপ্ত এবং সংঘমিত্রা রায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যান নং বি২ পরিমাপ ১০৬৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দোতলা, দক্ষিণ -পশ্চিম-উত্তর মুখী ভবনে নির্মিত জমির পরিমাপ ৩ কাঠা ৪ ছটাক ১৫ বর্গফুট, মৌজা - বনহুগলি, আরএস দাগ নং ১১৪/৭৭১, আরএস খতিয়ান নং ৯১৮, হোল্ডিং নং ১৩৪ এবং প্রেমিসেস নং ৭৩/বি, অশোকগড়, কলকাতা- ৭০০১০৮, থানা : বহানগর, ওয়ার্ড নং ২, বরানগর পুরসভা অধীন স্বত্বাধিকারীগণের কাছ থেকে নাম : পূরবী তালুকদার, তার স্বামী (প্রয়াত উদয় শঙ্কর তালুকদার) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, উমা শঙ্কর তালুকদার, নীবেদিতা পাল তার পিতা (প্রয়াত উদয় শঙ্কর তালুকদার) এর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং সুশোভন তালুকদার এবং মিলি দে তাদের মাতা এবং পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে (প্রয়াত শিব শঙ্কর তালুকদার এবং দীপ্তি তালুকদার এর কাছ থেকে প্রাপ্ত থেকে ক্রমের মাধ্যমে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লি কলকাতা এর নিকট বন্ধক রাখতে আগ্রহী।

কোনও ব্যক্তি বা কোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে থাকলে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase the residential Flat No. 27, on the 6th Floor measuring a Carpet Area about 1327 Sq.Ft. with one medium size parking of motor car at the Covered Area of the Ground Floor of Block-B being Car Parking Space No. 27 & Servant Qtr. No. 27 at Premises No. 12B, Lord Sinha Road, P.O. Lee Road, P.S. Shakespeare Sarani, Kolkata-700071.

Any person/entity claiming any right title or interest, demand, benefit etc. with respect to the said flat or having any objection to the same should inform the undersigned at the address mentioned herein below in writing within a period of 7 (Seven) days from the date of publication of this notice failing which in shall be presumed that no adverse right title interest share claim or demand of any nature whatsoever exists in or upon or in respect of the said flat.

Dipak Kumar Agarwal
Advocate
F/627/3233/2022
23A, N.S. Road, 8th Floor
Room No. 9A, Kolkata-700001

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী কিষাণু বোস, প্যানঃ BWOPB1179G, আধার কার্ড নং ঃ 6830 1400 1106, ভোটার এপিক নং ঃ XYV0451799, জন্ম তারিখ ১৮.০২.১৯৯২, পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ পদ বোস, বয়স প্রায় ৩৪ বছর, জাতি-হিন্দু, জাতীয়তা-ভারতীয়, পেশা-চাকরিজীবী, ঠিকানা ৯৩/বি, রেলওয়ে বাউন্ডারি রোড, হালিশহর, ডাকঘর। নবনগর, থানা বিজপুর, (বর্তমানে হালিশহর), জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৩৬, বালিকা পতিত (বর্তমানে বাস্তু) সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক, যা মৌজা-বলিবারা, আর.এস. দাগ নং ৭৬/১৩৬৬ সংশ্লিষ্ট এল.আর.-এ অবস্থিত ৪.৯৫ দশমিক বা ০.০৪৯৫ একর পরিমাপের জমি। দাগ নং ৪৭৯, জে.এল. নং ০৯, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত হালিশহর পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের রেলওয়ে বাউন্ডারি রোডের ৫০৮ নং জোত অন্তর্গত, থানা-বিজপুর (বর্তমানে হালিশহর), অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার নৈহাটির অধীনে, উক্ত জমিটি আমার পিতা কৃষ্ণপদ বসু (বর্তমানে প্রয়াত) শ্রী তারাপদ ঘোষের কাছ থেকে নৈহাটির এস.আর.ও.-তে নিবন্ধিত একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৪৩৪৮/১৯৮৫, তারিখ ০২.০৮.১৯৮৫-এর মাধ্যমে ক্রয় করেছিলেন, কিন্তু উক্ত মূল দলিলটি আমার মক্কেলের হেফাজত থেকে নিখোঁজ পাওয়া গেছে এবং এখনও পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ মেলেনি। এই ঘটনাটি হালিশহর থানার মাধ্যমে বিজপুর থানার জি.ডি.ই-তে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। জি.ডি.ই. নং-৭৯৩ তারিখ ১৭.০৭.২০২৬। উক্ত হারানো দলিলের মাধ্যমে উল্লিখিত সম্পত্তির উপর যে কোনো ধরনের দাবি আছে এমন যে কোনো ব্যক্তি, তাদের সেই দাবি সরাসরি আমার উক্ত মক্কেলের কাছে অথবা অধঃস্বাক্ষরকারীর কাছে দাখিল করতে পারেন। উক্ত হারানো দলিলটি কোনো ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির কাছে বন্ধক বা জামানত হিসেবে দেওয়া হয়নি এবং সম্পত্তিটির বিরুদ্ধে কোনো মামলা বিচারাধীনে নেই। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ০৭ দিনের মধ্যে কোনো ব্যক্তির আপত্তি জানানো হলে, কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

কৌশিক তালুকদার
অ্যাডভোকেট,
১০১/বি, নলিনী বসু রোড, কাঁচরাপাড়া
জেলা-২৪ পরগনা (উ), পিন-৭৪৩১৪৫
Mobile : 8013588700, 8777530643

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬

(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এবং ১৩(৪) ধারা অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর
কেন্দ্রীয় সরকার রিজিওন সমীপে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

শ্রী বালাজি ইনফ্রালাইন প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U74110WB1996PTC081053) রেজিস্টার্ড অফিস ৭০/১, তিলজলা রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

... আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সোমবার ৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ -৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :

৭০/১, তিলজলা রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রী বালাজি ইনফ্রালাইন প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
দীপেশ ঝুনঝুনওয়ালা
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ২৭.০৭.২০২৬ ডিন : ০২৩৬৫২৭৮

RAMAKRISHNA VEDANTA MISSION TEACHERS' ACADEMY
CHANDIPUR : PIRPUR : HOWRAH
Recognised by NCTE Affiliated to BSEAU

RECRUITMENT NOTICE

Application are invited from deserving faculty for B.Ed. Course as per NCTE Norms for post of History (01), Fine Arts (01).
Apply with C.V. and scan copy of all Mark Sheets, Passport Photo and Aadhaar Card through Email:- **rvmta.chandipur@gmail.com** within 3 days. Contact for more details:- 9434119041. President.

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L32902WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক-বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর V, ৫ম ফ্লোর, স্যুট নং ৫০৪, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫, ই-মেইল: cs@acknitindia.com, **ওয়েবসাইট:** www.acknitindia.com

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: দাবিহীন/অপরিশোধিত লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) -এ স্থানান্তর।

এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("দ্য এ্যাক্ট")-এর ১২৪ ধারার বিধান এবং ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ("আইইপিএফ রুলস")-এর সাথে পঠিত অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ৩১শে মার্চ, ২০১৯-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য দাবিহীন লভ্যাংশ এবং কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারগুলি, যার সাপেক্ষে লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে দাবিহীন/অপরিশোধিত রয়েছে, সেগুলি **২৪শে অক্টোবর, ২০২৬** তারিখে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের যোগ্য হবে।

আইইপিএফ নিয়মাবলীর ৬ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার(দের) নাম এবং তাদের ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি-র বিবরণ সম্বলিত একটি বিবৃতি শেয়ারহোল্ডার(দের) তথ্য ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.acknitindia.com -এ উপলব্ধ রয়েছে। এই বিষয়ে কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার(দের) পৃথক চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

২৩শে অক্টোবর, ২০২৬ -এর মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে এই জাতীয় ইক্যুইটি শেয়ারগুলির বিষয়ে কোনও বৈধ দাবি না পাওয়া গেলে, কোম্পানি নিয়মাবলীতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার উদ্দেশ্যে, আইইপিএফ নিয়মাবলীর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে শেয়ার এবং লভ্যাংশ আইইপিএফ-এ স্থানান্তর করবে। শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখতে পারেন যে শেয়ার হস্তান্তরের পরে কোম্পানিতে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডিং থেকে উদ্ভূত যে কোনো কর্পোরেট সুবিধা আইইপিএফ-এর অনুকূলে জমা হবে। আইইপিএফ-এ ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তরের পর, শেয়ারহোল্ডাররা আইইপিএফ নিয়মাবলীতে উল্লেখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে আইইপিএফ থেকে লভ্যাংশ সহ ইক্যুইটি শেয়ারগুলি দাবি করতে পারেন, যার বিশদ বিবরণ আইইপিএফ-এর ওয়েবসাইট: www.আইইপিএফ.gov.in-এ উপলব্ধ রয়েছে।

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা আরও জানানো হচ্ছে যে আইন এবং আইইপিএফ নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত দাবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ারের বিষয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

উক্ত বিষয় এবং নিয়মাবলী সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন/স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, **মেসার্স এস.কে. ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য, ডি/৪২, কাটজু নগর কলোনি, একতলা, পোঃ এবং থানা যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২ (ফোন: ০৩৩-২৪১২ ০০২৭ / ০০২৯, ই-মেইল আইডি: contact@skcinfo.com বা skcdilip@gmail.com)** এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্নেহা গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
মে. নং: A74327
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫.০৭.২০২৬

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড

GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজিঃ অফিস: রয়্যাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম ফ্লোর, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০।
শাখা অফিস (বারাসাত শাখা): ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন-৭০০১২৭।
শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা): ২৪, ১৬, নর্থ অ্যাভিনিউ, কালী মন্দিরের বিপরীতে, বেঙ্গল অম্বুজা, হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২১৬।
শাখা অফিস (শিলিগুড়ি শাখা): ৩য় ফ্লোর, ভারত ভবন, হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং-৭৩৪০০১।

দাবি নোটিশ (সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ধারা ১৩(২) এর -অধীনে)

জিআইসিএইচএফ লিমিটেড বারাসাত/দুর্গাপুর/শিলিগুড়ি শাখা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের আবাসিক প্রেমিসেস/ফ্ল্যাট ক্রয় করার জন্য অথবা আবাসিক সম্পত্তির বিপরীতে জিআইসিএইচএফ লিমিটেডের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর ও প্রদান করেছে। ঋণ পরিশোধ অনিয়মিত হওয়ায় ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা ও নীতিমালা অনুযায়ী অ্যাকাউন্টগুলিকে অবশেষে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
জিআইসিএইচএফ লিমিটেড বারাসাত/দুর্গাপুর/শিলিগুড়ি শাখা তাই সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করেছে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২-এর ৩ নম্বর বিধি অনুযায়ী এই দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত মোট বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছে। এর সাথে বকেয়া আসলের ওপর চুক্তিভিত্তিক হারে পরবর্তী সুদ, শাস্তিমূলক সুদ এবং চার্জ পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত দিতে হবে; অন্যথায় আমরা উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে স্বাধীন থাকব, যা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন।
আপনাকে এই মর্মেও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত আইনের ১৩ নম্বর উপধারা অনুযায়ী, জিআইসিএইচএফএল-এর লিখিত সম্মতি ছাড়া আপনি সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি, লিজ বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না; অন্যথায় আপনি উক্ত আইনের ২৯ নম্বর ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন।
জিআইসিএইচএফএল-এর আইনের অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১২ নম্বর উপধারার অধীনে নোটিশ জারি এবং ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য জিআইসিএইচএফএল-এর যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম / লোন ফাইল নং / শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি নোটিশ পাঠানোর তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পাওনা (টাকায়)
১.	শ্রী অভিজিৎ বাছাড় এবং শ্রীমতী নিষ্কৃতি বাছাড় বিশ্বাস WB0770600000420 (বারাসাত শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি, যার পরিমাপ ১ কাঠা ৫ ছটাক ৭ বর্গফুট। প্লট নং "জি" দ্বারা চিহ্নিত, যা সংগ্রামপুর মৌজায় অবস্থিত, জে.এল. নং ১০৪, এল.আর. দাগ নং ৪৪৭, খতিয়ান নং ৩৫৫২-এর অন্তর্ভুক্ত, সংগ্রামপুর শিবহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারের মধ্যে, হোল্ডিং নং ২৩০৯, সংগ্রামপুর, থানা- বসিরহাট, এডিএসআর বসিরহাটের সীমার মধ্যে, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে স্বপন সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে পঞ্চায়েত রাস্তা, পূর্বে প্লট নং ই, পশ্চিমে পঞ্চায়েত রাস্তা।	১২.০৬.২০২৬	৬,৫৮,৬৯২/-
২.	শ্রী দীপঙ্কর চৌধুরী এবং শ্রীমতী ছন্দা চৌধুরী WB0770600000150 (বারাসাত শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল হোমস্টেড বা বাস্তু জমি, মোট ৪০ শতক জমির মধ্যে কমবেশি ৩.৭৭ শতক পরিমাপের জমি এবং তার উপর ৮০০ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা বিশিষ্ট একটি একতলা ভবন সহ, বনগাঁ মৌজায় অবস্থিত, আর.এস. দাগ নং ৫১৪৮/৬২৪৩, এল.আর. দাগ নং ১৫৬৭৫ এবং ১৫৬৭৭, আর. খতিয়ান নং ৩৬৫৯/২ এবং ১৭৩/৭, সংশোধিত এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৮৭৩ এবং ১৩৮৭৪, জে.এল. নং ১১৬ (পূর্বে ২২৪), হোল্ডিং নং ২০৩/১৭৫/বি (পূর্বে ১৭৫/বি/১০২৪/ডি), আর.ডি.বি রোড, ওয়ার্ড নং-২২ (পূর্বে ১১), বনগাঁ পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, থানা- বনগাঁ, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা (যাকে এরপর থেকে "উক্ত সম্পত্তি" বলা হবে)। উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে বলরাম কুণ্ডুর বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে পিচের তৈরি ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, পূর্বে জিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস দ্বারা, পশ্চিমে ৩ ফুট x ৬৭ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	১৫.০৬.২০২৬	১৬,৩৬,৯৩০/-
৩.	কুমারী ঝর্ণা সিংহ এবং শ্রীমতী ভগবতী সিংহ WB0770600000205 (বারাসাত শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল হোমস্টেড বা বাস্তু জমি, মোট ৩২ শতক জমির মধ্যে আনুমানিক ৮.২৫ শতক জমি, নারায়ণপুর মৌজায় অবস্থিত, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৮১১, আর.এস. খতিয়ান নং ১১১৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৪৭, সংশোধিত এল.আর. খতিয়ান নং ২০৫২, তৌজি নং ১৩ (পূর্বে ৪৪২), জে.এল. নং ১০, বিরহী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, থানা এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হরিণঘাটা, জেলা নদীয়া (যাকে এরপর থেকে "উক্ত সম্পত্তি" বলা হবে)। উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা- উত্তরে মণীন্দ্র সিংহের জমি দ্বারা, দক্ষিণে প্রফুল্ল সিংহের মালিকানাধীন জমি দ্বারা, পূর্বে ববন সিংহের মালিকানাধীন জমি দ্বারা, পশ্চিমে সুবল সিংহের মালিকানাধীন জমি দ্বারা।	১২.০৬.২০২৬	৭,৪৫,০৪৭/-
৪.	শ্রী কেশব দত্ত WB0770600000482 (বারাসাত শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ কমবেশি ৪ কাঠা, ইশুবটি মৌজার অধীনে, পরগনা আনোয়ারপুর, জে.এল. নং ১১৯, তৌজি নং ১৪৬, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৫২, আর.এস. খতিয়ান নং ৬২৪ এবং ৬২২-এর অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ৬১০ (বর্তমানে ১৩১৪ এবং ১৩১৫)-এর অধীনে, ইশুবটি, থানা দত্তপুকুর, দত্তপুকুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. কদম্বগাছির এক্তিয়ারের মধ্যে অবস্থিত। সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে ৭ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা এবং প্লট নং এ-এর জমি, দক্ষিণে ৫২ নম্বর দাগের জমি, পূর্বে ৫২ নম্বর দাগের জমি, পশ্চিমে ৫২ নম্বর দাগের জমি।	১২.০৬.২০২৬	১৭,৭৯,১৯৫/-
৫.	শ্রী মনোজ তাঁতি এবং শ্রীমতী চন্দনা তাঁতি WB0770600000245 (বারাসাত শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি, আনুমানিক ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ৩২ বর্গফুট পরিমাপের জমি, কাজিডাঙ্গা মৌজায় অবস্থিত, আর.এস. দাগ নং ৭৩, এল.আর. দাগ নং ৭৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৩/১, জে.এল. নং ৫, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, থানা- চুঁচুড়া, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হুগলী, জেলা- হুগলী (যাকে এরপর থেকে "উক্ত সম্পত্তি" বলা হবে)। উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে এল.আর. প্লট নং ৬৬ এবং ৮৭১-এর জমি দ্বারা, দক্ষিণে এল.আর. প্লট নং ৭৩-এর জমি দ্বারা, পূর্বে এল.আর. প্লট নং ৭৩-এর জমি এবং ৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে সুবল চৌধুরী দ্বারা।	১২.০৬.২০২৬	৫,৫২,০৪৩/-
৬.	শ্রী প্রহ্লাদ বিশ্বাস এবং শ্রীমতী ঝর্ণা বিশ্বাস WB0770600000210 (বারাসাত শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমি, আব্দুলপুর মৌজায় অবস্থিত, জে.এল. নং ৫৩, খতিয়ান নং ২৪৯, দাগ নং ৩৭১, থানা বারাসাত, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার মধ্যে, হোল্ডিং নং ২৬১ রামকৃষ্ণপল্লী, ওয়ার্ড নং ৪, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। সীমানা:- উত্তরে বিক্রেতার জমি, দক্ষিণে বিক্রেতার জমি, পূর্বে ৩৭১/১১৫১ দাগের জমি, পশ্চিমে ৮ ফুট সাধারণ যাতায়াতের পথ।	১২.০৬.২০২৬	৮,৪০,৩০৫/-
৭.	শ্রী সুজিত মজুমদার এবং শ্রী গৌর মজুমদার WB0770600000121 (বারাসাত শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল হোমস্টেড বা বাস্তু জমি, মোট ১২ শতক জমির মধ্যে কমবেশি ০৬ শতক পরিমাপের জমি, আদিত্যপুর মৌজায় অবস্থিত, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১৭৯৮, আর.এস. খতিয়ান নং ৫২২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬২, সংশোধিত এল.আর. খতিয়ান নং ৬৭৪, জে.এল. নং ১৫, ১০ নং গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, থানা গোপালনগর, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা (যাকে এরপর থেকে "উক্ত সম্পত্তি" বলা হবে)। উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে সুশীল চন্দ্র মজুমদারের জমি দ্বারা, দক্ষিণে ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা, পূর্বে গৌর মজুমদারের জমি দ্বারা, পশ্চিমে পরাণ বারুই-এর জমি দ্বারা।	১২.০৬.২০২৬	৭,৩৪,০১৯/-
৮.	শ্রী তন্ময় শিকদার এবং শ্রীমতী সীমা শিকদার WB0770600000142 (বারাসাত শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্লট বা জমি, পরিমাপ ০৬ শতক, দক্ষিণ জিয়ালা মৌজায় অবস্থিত, জে.এল. নং ১৫০, খতিয়ান নং ৪১১, দাগ নং ৩২, কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, থানা বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। সীমানা:- উত্তরে: রঞ্জিত সরকার, দক্ষিণে: রঞ্জিত সরকার, পূর্বে: বাদল, পশ্চিমে: আনন্দ সরকার।	১১.০৬.২০২৬	১০,১২,০৫৪/-
৯.	শ্রী বৈশাখ ব্যানার্জী এবং শ্রীমতী রুমা ব্যানার্জী WB0460610001807 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ইউনিট/ফ্ল্যাট নম্বর "ই-১", যা ১ম ফ্লোরে অবস্থিত, ব্লক-ই, ফ্লোর টাইপ টাইলস, যার পরিমাপ কমবেশি ৬৫১ (ছয় শত একান্ন) বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে বাইক/টু-হুইলার পার্ক করার জন্য কমবেশি ২০ (কুড়ি) বর্গফুট পরিমাপের একটি গ্যারেজ/টু-হুইলার পার্কিং স্পেস, "প্রতীক্ষা অ্যাপার্টমেন্ট"-এ অবস্থিত। মৌজা- কালীগঞ্জ, জে.এল. নং ১১০, আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫১৭, আর.এস. প্লট নং ১৪৬৬ এবং এল.আর. প্লট নং ১৮৩৮-এর মধ্যে অবস্থিত, এডিএসআর- সিটি সেন্টার দুর্গাপুর-১৬, জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- নিউ টাউনশিপ, জেলা- বর্ধমান। দলিল নং I-০২৮৩১, তারিখ ১৯.০৬.২০১৭ অনুযায়ী। সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে - ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে - ১৪৬৬ নম্বর প্লট দ্বারা, পূর্বে - ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে - ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	১১.০৬.২০২৬	৯,৮৬,১৭৩/-
১০.	শ্রী জয়দেব দাস WB0460610002042 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	আনুমানিক সাড়ে ৩ (৩.৫) শতক পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত কাঠামো, প্লট নং ৯৬৯, খতিয়ান নং ৫৪/১০৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৬, মৌজা রানীপুর, জে.এল. নং ৪৮, থানা- মেজিয়া-তে অবস্থিত, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস শালতোড়ার অধীনে, জেলা বাঁকুড়া, গ্রাম- রানীপুর, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, থানা- মেজিয়া, পোঃ গঙ্গাজলঘাটি, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১৩৩-এ অবস্থিত। (১৫.১২.২০০৯ তারিখের দলিল নং I-১৪১০ অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ)। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে- কৃষ্ণ দাস ও রসিক দাসের প্লট দ্বারা, দক্ষিণে ৯৬৯ নম্বর প্লট দ্বারা, পূর্বে- আদিত্য দাসের প্লট এবং ৯৬৯ নম্বর প্লট দ্বারা, পশ্চিমে- ৯৬৯ নম্বর প্লট দ্বারা।	১১.০৬.২০২৬	৬,৯৫,৩৩০/-
১১.	শ্রীমতী নাগমা সদর এবং শ্রী মেহবুব খান WB0460610002759 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি, পরিমাপ ২ কাঠা ০১ ছটাক ১৫ বর্গফুট বা কমবেশি ৩.৪৩৭৫ ডেসিমেল, মৌজা- ইসমাইল-এর অধীনে, জে.এল. নং ২২, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৮৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৮৯৬, আর.এস. প্লট নং ৯৯১ এবং এল.আর. প্লট নং ৭১৪৩-এর অন্তর্ভুক্ত, সাব-প্লট নং ৩৯/এ, থানা হীরাপুর-এর অধীনে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, এপিজে আবদুল কালাম রোড, ওয়ার্ড নং (পুরোনো ৩৮/নতুন ৮৩), হোল্ডিং নং ১৭৫/নতুন, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া ইসমাইল ষষ্ঠী নগর রোড, দক্ষিণে- ৩৯/বি সাব-প্লটে অবস্থিত সম্পত্তি, পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া ইসমাইল ষষ্ঠী নগর রোড বাই লেন, পশ্চিমে- ৪০/বি সাব-প্লটে অবস্থিত জমি।	১১.০৬.২০২৬	৩৮,৯৮,৪৪২/-
১২.	শ্রী তৌসিফ শাকিল এবং শ্রীমতী জেবা পারভীন WB0460610002745 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি, পরিমাপ প্রায় ২ কাঠা, এর সাথে ৯৩২ বর্গফুট এলাকার একতলা ভবন, মৌজা- নরসিংবাঁধ-এর অধীনে, আর.এস. জে.এল. নং ২১, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮৭৭, ৩৯৮৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৭৮৩, আর.এস. প্লট নং- ৫২৯৪ -এর অন্তর্ভুক্ত, থানা হীরাপুর, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ৪৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে- অন্যদের সম্পত্তি। দক্ষিণে- অন্যদের সম্পত্তি। পূর্বে- অন্যদের সম্পত্তি। পশ্চিমে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা।	১১.০৬.২০২৬	১৫,৩৪,৪৮৩/-
১৩.	দিলীপ সিংহ এবং মিনা সিনহা / মিনা সিংহ WB0840600000296 (শিলিগুড়ি শাখা অফিস)	৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার উপর অবস্থিত আবাসিক বাড়ি সহ, ২৯৫ নং খতিয়ানে রেকর্ড করা হয়েছে, যা আর.এস. প্লট নং ৭৮৬, এল.আর. প্লট নম্বর ৭৮৬-এর অন্তর্ভুক্ত, ঝাঞ্জরি মৌজার অধীনে, জে.এল. নং ০৮, তৌজি নং ৭, পরগনা সূর্যপুর, থানা চোপড়া, মহকুমা ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার এ.ডি.এস.আর. অফিসের অধীনে, হাঁপিয়াগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারের মধ্যে অবস্থিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উক্ত জমির সীমানা:- উত্তরে- ১৪ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে- শ্রী স্বাধীন সিনহা (আবাসিক); পূর্বে- শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহা (আবাসিক); পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।	১০.০৭.২০২৬	১১,৫৩,৪৭২/-
১৪.	মোঃ কসিরুদ্দিন এবং ফাতেমা খাতুন WB0840600000270 (শিলিগুড়ি শাখা অফিস)	০.১৪ একর বা ১৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার উপর ইটের তৈরি কাঠামো সহ, যা পুরোনো এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩৯-এ রেকর্ড করা হয়েছে, ০.০৪ একর জমির জন্য আর.এস/এল.আর. প্লট নং ৫৪৪, ০.০৮ একর জমির জন্য ৫৬৩ এবং ০.০২ একর জমির জন্য ৫৬৪, ফোটামারি মৌজা, পরগনা- সূর্যপুর, জে.এল. নং ৬৬, তৌজি নং ০৭, থানা চোপড়া, মাঁঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে, জেলা উত্তর দিনাজপুর। উক্ত সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে- কসিরুদ্দিনের জমি; দক্ষিণে- রাইতু এবং কসিরুদ্দিনের জমি; পূর্বে- কসিরুদ্দিনের জমি, পশ্চিমে- ১৫ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা।	২৫.০৬.২০২৬	১১,৮০,৪১৩/-

এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানার বাইরেও সাঁটানো হচ্ছে।

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ২৭.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

নতুন কার্যালয় থেকে জনসেবার অঙ্গীকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ শহরে ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধনকে ঘিরে রবিবার উৎসবের আবহ তৈরি হয়। দলীয় পতাকা, ব্যানার, স্লোগান এবং কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে আরামবাগ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদরঘাট এলাকা। দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এই নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ এবং পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব, বিভিন্ন মণ্ডলের পদাধিকারী, বুথ সভাপতি, মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা-সহ বহু কর্মী-সমর্থক। ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে নতুন কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কার্যালয় শুধুমাত্র সাংগঠনিক বৈঠক বা রাজনৈতিক কর্মসূচির কেন্দ্র হিসেবেই নয়, সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা শোনা, সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া, সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে। এলাকার মানুষের জন্য এটি একটি ‘সেবা কেন্দ্র’ হিসেবেও কাজ করবে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, ‘এই কার্যালয় শুধু বিজেপির অফিস নয়, এটি সাধারণ মানুষের জন্য সর্বদা খোলা থাকবে।’ অপরদিকে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, ‘প্রত্যেকটি শক্তিশালী সংগঠনের জন্য একটি সক্রিয় কার্যালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নতুন কার্যালয় আরামবাগে বিজেপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে। বুথ স্তর থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।’

কার্গিল বিজয় দিবসে তিরঙ্গা শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশপ্রেমের আবেগে ভাসল শিল্পনগরী দুর্গাপুর। কার্গিল যুদ্ধে আত্মবলিদানকারী বীর সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রবিবার আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা বাইক শোভাযাত্রা। দুপুরে সগড়ভাঙা এলাকা থেকে শোভাযাত্রার সূচনা হয়। প্রায় ৫০০-রও বেশি বাইক আরোহী হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। দেশাত্মবোধক স্লোগান, তিরঙ্গার রঙে সেজে ওঠা বাইক এবং অংশগ্রহণকারীদের উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। সগড়ভাঙা থেকে শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রা দুর্গাপুরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে সিটি সেন্টারে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য, যুবক-যুবতী এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

কানাড়া ব্যাঙ্ক Canara Bank | **অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৬** | **ই-নিলাম তারিখ ১১.০৮.২০২৬**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইনে ই-নিলামের মাধ্যমে নিচে উল্লেখ করা শর্ত অনুযায়ী বিক্রি করা হবে। নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

ক.	খ.	গ.	ঘ.	ঙ.
ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি শাখা ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা: **ক) মেসার্স করুণা পট্টনায়ক (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী করুণা পট্টনায়ক,** স্বামী- মৃত অশোক পট্টনায়ক, গ্রাম-মাটিরামপুর, পোঃ পটাশপুর, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪৩৯। **খ) শ্রীমতী করুণা পট্টনায়ক (মৃত অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়কের আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী- মৃত অশোক পট্টনায়ক, দাঁইতলা বাজার, গ্রাম-তুপচিবার, পোঃ পটাশপুর, থানা-পটাশপুর, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪৩৯। **আরও ঠিকানা:** গ্রাম-মাটিরামপুর, পোঃ/থানা-পটাশপুর, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪৩৯। **গ) শ্রী দেবরাজ পট্টনায়ক (মৃত অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়কের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- মৃত অশোক পট্টনায়ক, দাঁইতলা বাজার, গ্রাম-তুপচিবার, পোঃ পটাশপুর, থানা-পটাশপুর, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪৩৯। **আরও ঠিকানা:** গ্রাম-মাটিরামপুর, পোঃ/থানা-পটাশপুর, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪৩৯। **ঘ) শ্রীমতী দেবযানী পট্টনায়ক মাইতি (মৃত অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়কের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- মৃত অশোক পট্টনায়ক, দাঁইতলা বাজার, গ্রাম-তুপচিবার, পোঃ পটাশপুর, থানা-পটাশপুর, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪৩৯। **আরও ঠিকানা:** গ্রাম-মাটিরামপুর, পোঃ/থানা-পটাশপুর, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪৩৯।	**ক) ১,৯২,৯৭,৪১১.৮২ টাকা (এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশো এগারো টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র)** তৎসহ ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০২.০৬.২০২৫** **গ) ২৯.০৮.২০২৫**	i) **সম্পত্তি-১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর বা প্লটে নির্মিত ভবন, যার পরিমাপ ৭৮৬ বর্গ লিঙ্ক (৩৯৩/৫০০ ডেসিমেল), মৌজা- তুপচিবার, প্লট নং ৯৪৩/১৩১৬, খতিয়ান নং ১০, জে.এল. নং ৫৪, দাঁইতলা বাজার, পটাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ, থানা এবং সাব-রেজিস্ট্রি পটাশপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৩৯। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়ক। দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির সীমানা:** উত্তর: দাগ শেখ গোলাম সাদেক আলী, দক্ষিণ: তাপস পট্টনায়ক, পূর্ব: পাকা রাস্তা, পশ্চিম: ৯৪৩ নং দাগে পুকুর। বর্তমান অবস্থামতে: উত্তর- সাধারণ দেওয়াল তারপর অন্যান্য সম্পত্তি (মল্লিকা পাদুকালয়), দক্ষিণ- সাধারণ দেওয়াল তারপর অন্যান্য সম্পত্তি (চারু হার্ডওয়্যার), পূর্ব- এগ্রা থেকে বাজকুল পিচ রাস্তা, পশ্চিম- শ্রী ফাকুর পুকুর। ii) **সম্পত্তি-২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং প্লটের উপর একতলা অ্যাসবেসটস শেডযুক্ত কাঠামো, যার মোট পরিমান ৪.৫৬ ডেসিমেল, যার মধ্যে রয়েছে- ক) মৌজা- মাটিরামপুর, পুরাতন খতিয়ান নং ১৫৪, বর্তমান খতিয়ান নং ১৯৩, প্লট নং ৬৯০, জে.এল. নং ৫১, যার পরিমান ৪.০০ ডেসিমেল, পটাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ, থানা এবং এ.ডি.এস.আর. পটাশপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৩৯। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির সীমানা:** উত্তর- কেশব দাস এবং অন্যান্য, দক্ষিণ- উপরোক্ত দাগ, ক্রেতা শ্রীমন্ত বেরা, পশ্চিম- পাকা রাস্তা, পূর্ব- ফাঁকা জমি। খ) মৌজা- মাটিরামপুর, আর.এস. প্লট নং ৬৫১, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৬ (পুরাতন খতিয়ান নং ১৩৪, ২২৫ এর অধীনে), জে.এল. নং ৫১, যার পরিমান ০.৫৬০ ডেসিমেল, পটাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ, থানা এবং এ.ডি.এস.আর. পটাশপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৩৯। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির সীমানা:** উত্তর- পবিত্র বিসাই এবং অন্যান্য, বর্তমানে বাস্তু, দক্ষিণ- ক্রেতা নিজে এবং ৬৯০ নং দাগ, পূর্ব- ৬৫২ নং প্লটে জল, পশ্চিম- পিচ রাস্তা। উপরোক্ত সম্পত্তির মোট পরিমান ৪.৫৬ ডেসিমেল, **যার সীমানা হল:** উত্তর- বৃষ্টি নার্সারি, দক্ষিণ- পটাশপুর অল ইন্ডিয়া কিন্নর সোসাইটি, পূর্ব- ফাঁকা জমি, পশ্চিম- এগ্রা-বাজকুল রোড। (মালিক- শ্রী অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়ক) **(উভয় সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) **i. ৩৫,২০,০০০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)** **ii. ২৯,৮৯,০০০.০০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার টাকা মাত্র)** খ) **i. ৩,৫২,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ বায়ান্ন হাজার টাকা মাত্র)** **ii. ২,৯৮,৯০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শো টাকা মাত্র)** গ) **১০,০০০/- টাকা** ঘ) **যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **i. ৩,৫২,০০০.০০ টাকা** এবং **ii. ২,৯৮,৯০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (**https://baanknet.com/**) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
২.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স রয় অ্যান্ড কোম্পানি, অংশীদার- শ্রী ধর্মকান্ত রয় এবং শ্রীমতী গীতা রয়,** প্রযত্নে- গ্রাম: সোনারী কাকরিবানি, পোঃ খাগড়াবাড়ী, কাকরিবানি, কোচবিহার-৭৩৬১৭৯। **খ) শ্রী ধর্মকান্ত রয় (অংশীদার),** পিতা- মৃত নরকান্ত রয়, শিবযজ্ঞ রোড বাই লেন, পোঃ খাগড়াবাড়ী, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার-৭৩৬১১৮। **গ) শ্রীমতী গীতা রয় (অংশীদার),** স্বামী- শ্রী ধর্মকান্ত রয়, শিবযজ্ঞ রোড বাই লেন, পোঃ খাগড়াবাড়ী, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার-৭৩৬১১৮। **ঘ) শ্রী দিব্যেন্দু রয় (গ্যারান্টার),** পিতা- শ্রী ধর্মকান্ত রয়, শিবযজ্ঞ রোড বাই লেন, পোঃ খাগড়াবাড়ী, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার-৭৩৬১১৮।	**ক) ৭০,১২,৩০৬.৯২ টাকা (সত্তর লক্ষ বারো হাজার তিনশো ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র)** তৎসহ ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৭.০৫.২০২৫** **গ) ১৯.০৮.২০২৫**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, জেলা: কোচবিহার, থানা- পুন্ডিবাড়ী, জে.এল. নং ৯৪, তৌজি নং ১৫২৯/৩৮৩৪ থাক নং ১০২৫, মৌজা- সোনারী কাকরিবানি, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪, আর.এস. প্লট নং ৫১৬, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫ এবং ৪৮৯ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. প্লট নং ৯২৫ (পরিমাপ ০.০৩ একর), ৯২৮ (পরিমাপ ০.০২ একর), ৯৩০ (পরিমাপ ০.০৩ একর), ৯৩১ (পরিমাপ ০.২০ একর) এবং ৯৩৩ (পরিমাপ ০.০৪ একর), মোট জমির পরিমাণ ০.৪০ একর অর্থাৎ ৪০ ডেসিমেল, প্রকৃতি "কারখানা", গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত, থানা- পুন্ডিবাড়ী, জেলা- কোচবিহার (স্বত্বাধিকারীর নাম: ধর্মকান্ত রয়)। **জমির সীমানা:** উত্তর: ধর্মকান্ত রয়ের জমি, দক্ষিণ: ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, পূর্ব: ধর্মকান্ত রয়ের জমি, পশ্চিম: ধর্মকান্ত রয়ের জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) **৬২,৮০,০০০.০০ টাকা (বাষট্টি লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)** খ) **৬,২৮,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র)** গ) **৫০,০০০/- টাকা** ঘ) **যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **৬,২৮,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (**https://baanknet.com/**) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৩.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স এমজি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা),** কোন্নগর, ভেবিয়া, হাসনাবাদ উত্তর ২৪ পরগনা, শহর: হাসনাবাদ, বাদুড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪৫৬। **খ) জনাব মোফাজ্জেল গাজী (স্বত্বাধিকারী),** প্রযত্নে- গোলাম হোসেন গাজী, কোন্নগর, উত্তর ২৪ পরগনা, হাসনাবাদ, বাদুড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪৫৬।	**ক) ৩৪,৩৮,৩৫০.৬২ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র)** তৎসহ ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৭.১০.২০২৫** **গ) ১৯.১২.২০২৫**	জনাব মোফাজ্জেল গাজীর (স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা) নামে সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাপ ০৭.০০ ডেসিমেল, সাথে একটি দ্বিতল আবাসিক ভবন, সাবেক দাগ নং ১০৫৯, হাল দাগ নং ১১৬২, সাবেক খতিয়ান নং ৩০১-এর অধীনে, হাল আর.এস. খতিয়ান নং ২০৫ যা এল.আর. খতিয়ান নং ৭২৭/২-এর সাথে সম্পর্কিত, মৌজা কোন্নগর, জে.এল. নং ০৪, ভেবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা হাসনাবাদ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৪৫৬-এ অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- মোফাজ্জেল গাজীর জমি, দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা, পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমে- আমিনুর রহমান গাজীর বাড়ি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) **১৮,৬০,০০০.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)** খ) **১,৮৬,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা মাত্র)** গ) **১০,০০০/- টাকা** ঘ) **যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **১,৮৬,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (**https://baanknet.com/**) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৪.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স শাশ্বত আমুল পার্লার (প্রোপ্রাইটরশিপ), স্বত্বাধিকারী- শ্রী দিলীপ মিশ্র,** পিতা- মৃত হৃষীকেশ মিশ্র, এসটি. নং সিএল ৪, সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড, কাঁথি, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১। **খ) শ্রী দিলীপ মিশ্র,** পিতা- মৃত হৃষীকেশ মিশ্র, গ্রাম-লাউদন্ডা, পোঃ-নমাই, থানা-কাঁথি, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪০১। **গ) শ্রীমতী পম্পা মিশ্র,** স্বামী- শ্রী দিলীপ মিশ্র, গ্রাম-লাউদন্ডা, পোঃ- নমাই, থানা-কাঁথি, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪০১।	**ক) ৯১,৯৭,৯৬৭.৮৪ টাকা (একানব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শো সাতষট্টি টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র)** তৎসহ ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৫.১১.২০২২** **গ) ১২.০৪.২০২৩**	i) **সম্পত্তি-১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, এ.ডি.এস.আর. কাঁথি-১, থানা-কাঁথি, মৌজা- লাউদন্ডা, তৌজি নং ২৯৩৫ হাল ৩২, জে.এল. নং ৩০৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৬ এবং অন্যান্য, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৮, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ০৩- এর অধীনে ০২ ডেসিমেল বাস্তু জমি ও তার উপর নির্মিত ভবন সহ **শ্রীমতী পম্পা মিশ্রের নামে। সীমানা:** উত্তর: একই প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণ: প্লট নং ০৪, পূর্ব: ১০ ফুট চওড়া কংক্রিটের গ্রামের রাস্তা, পশ্চিম: একই প্লটের বাকি অংশ তারপর প্লট নং ৪। ii) **সম্পত্তি-২: ক.** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, এ.ডি.এস.আর.- কাঁথি-২, থানা- কাঁথি, মৌজা-হরিপুর, তৌজি নং ২৯৩৫ হাল ৩২, জে.এল. নং ১০৬, খতিয়ান নং ১০০২, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ১৫৯৬-এর অধীনে ১০ ডেসিমেল বাস্তু জমি ও তার উপর নির্মিত ভবন সহ **শ্রীমতী পম্পা মিশ্রের নামে। সীমানা: খতিয়ান নং ১০০২ এর জন্য (শ্রীমতী পম্পা মিশ্রের নামে ভবন সহ ১০ ডেসিমেল জমি):** উত্তর- একই প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণ- একই প্লটের বাকি অংশ, পূর্ব- ২০ ফুট চওড়া পিচ রাস্তা, পশ্চিম- একই প্লটের বাকি অংশ। **এবং** **খ.** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, এ.ডি.এস.আর.-কাঁথি-১, থানা-কাঁথি, মৌজা-হরিপুর, তৌজি নং ২৯৩৫ হাল ৩২, জে.এল. নং ১০৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৯০, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ১৫৯৬-এর অধীনে ২০ ডেসিমেল বাস্তু জমি **শ্রী দিলীপ মিশ্রের নামে। সীমানা: খতিয়ান নং ৯৯০ এর জন্য (শ্রী দিলীপ মিশ্রের নামে ২০ ডেসিমেল জমি):** উত্তর- একই প্লটের বাকি অংশ (পুকুর), দক্ষিণ- প্লট নং ১৫৯৭, পূর্ব- ২০ ফুট চওড়া পিচ রাস্তা, পশ্চিম- প্লট নং ১৫৯৫। **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) **i. ১৪,৯৫,০০০.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র)** **ii. ৬,১৫,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মাত্র)** খ) **i. ১,৪৯,৫০০.০০ টাকা (এক লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)** **ii. ৬১,৫০০.০০ টাকা (একষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)** গ) **১০,০০০/- টাকা** ঘ) **যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **i. ১,৪৯,৫০০.০০ টাকা** এবং **ii. ৬১,৫০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (**https://baanknet.com/**) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৫.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা:** **ক) তুজাম্মেল হক (ঋণগ্রহীতা),** সি/ও চাহারুদ্দিন মল্লিক, শিবনগর, খেদুরপাড়া, রানি নগর, কালিনাগড়ি, রামনগর দয়েমকানুন, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৮।	**ক) ৩৫,১৭,৬১৩.২৭ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ সতেরো হাজার ছয়শো তেরো টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র)** এবং ০১.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ। **খ) ০৫.০৫.২০২৫** **গ) ১৪.০৭.২০২৫**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও বিল্ডিং যার পরিমাপ ৫.১২ ডেসিমেল, মৌজা- রামনগর দয়েম কানুন, ব্লক- রানিনগর II, জে.এল নং-৭৯, জেলা- মুর্শিদাবাদ, প্লট নং- আর.এস-৫৯৩, এল.আর ৭৯২, খতিয়ান নং- আর.এস-৬৮২, এল.আর-১৭২৯৮, **তুজাম্মেল হকের নামে। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: মকবুল মণ্ডল, দক্ষিণে: মজিজুল মল্লিক, পশ্চিমে: রাস্তা, পূর্বে: হাবিবুর রহমান। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) **১১,১০,০০০.০০ টাকা (এগারো লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)** খ) **১,১১,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ এগরো হাজার টাকা মাত্র)** গ) **১০,০০০/- টাকা** ঘ) **যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **১,১১,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (**https://baanknet.com/**) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৬.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ **খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রী অমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস,** পিতা- প্রয়াত বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, গ্রাম- ভেটকি, পোঃ- কঙ্গনবেড়িয়া, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৩। **খ) শ্রীমতি অনিতা বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী অমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, গ্রাম- ভেটকি, পোঃ- কঙ্গনবেড়িয়া, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৫০৩।	**ক) ৩১,২৮,৬৪৭.৮৩ টাকা (একত্রিশ লক্ষ আঠাশ হাজার ছয়শো সাতচল্লিশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র)** এবং ০১.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ। **খ) ০৪.০২.২০২৩** **গ) ০৪.০৭.২০২৩**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, সম্পূর্ণ একতলায় টাইলস ফ্লোরিং সহ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম-বেশি ৯৬৪ বর্গফুট, যার মধ্যে রয়েছে ২ টি শোওয়ার ঘর, ১ টি রান্নাঘর কাম ডাইনিং, ১ টি টয়লেট কাম বাথ, ১ টি ডব্লিউ.সি. এবং ১ টি বারান্দা, সাথে ৫ (পাঁচ) শতক কম-বেশি জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ এবং তার উপর নির্মিত দোতলা ও তিনতলা আবাসিক ভবন, যা কঙ্গনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারাধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, বিষ্ণুপুর ২৪ দক্ষিণ পরগনা, মৌজা কঙ্গনবেড়িয়া, পরগনা- মাগুরা, জে.এল.নং.৪১, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪২৭-এর অধীনে, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৮৯৯, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত, যার ইজমেন্ট অধিকার সহ, **সীমানা:** উত্তরে- এলআর দাগ নং ২৮৯৫ এর জমি। দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া জিপি রাস্তা। পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া জিপি রাস্তা। পশ্চিমে- এলআর দাগ নং ২৮৯৬ এর জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) **১৪,৮০,০০০.০০ টাকা (চোদ্দ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)** খ) **১,৪৮,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)** গ) **১০,০০০/- টাকা** ঘ) **যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **১,৪৮,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (**https://baanknet.com/**) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৭.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ **খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রী স্বপন কুমার ভুঁইয়া (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রয়াত যুধিষ্ঠির ভুঁইয়া, গ্রাম- কালাপানিয়া, পোঃ- ধান্যঘড়, থানা- নন্দকুমার, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬৪৩।	**ক) ১,০০,৮৪,৪৯৭.৪২ টাকা (এক কোটি চুরাশি হাজার চারশো সাতানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র)** এবং ০১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ। **খ) ০৪.১২.২০১৯** **গ) ০৯.০৯.২০২০**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পত্তি যার পরিমাণ ১৭ ডেসিমেল, সার্ভে নং ১৩৯০, জে.এল.নং ৭০, তৌজি নং ১৮৫০, খতিয়ান নং ১১৯, ২৫৬/১, ১৮৬, ৪৭৮৮, এলআর খতিয়ান নং ২০৩৫, ৫৬৪২,৩৩৩০, হাল খতিয়ান নং ৯০৩৯, প্লট নং ৫৯, ২৭৩, ২৭৪ ও ২৭৫ সাথে সংশ্লিষ্ট হাল প্লট নং ১৩৯, ৩৪২, ৩৪৩ ও ৩৪৪, মৌজা জলপাই @ কালাপানিয়া জলপাই, পোঃ ধান্যঘড়, থানা নন্দকুমার, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর-এ অবস্থিত। **প্লট নং ৫৯, হাল প্লট নং ১৩৯ এর জন্য সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণে- শম্ভু চন্দ্র ভুঁইয়া, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- নাড়ুগোপাল জানা। **প্লট নং ২৭৩, হাল প্লট নং ৩৪২ এর সীমানা:** উত্তরে- প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণে- বাঁশবাগান, পূর্বে- সতীশ বর্মন, পশ্চিমে- মোরাম পথ। **প্লট নং ২৭৪, হাল প্লট নং ৩৪৩ এর সীমানা:** উত্তরে- প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণে- মোরাম পথ, পূর্বে- কানাইলাল বর্মন, পশ্চিমে- শম্ভু ভুঁইয়া। **প্লট নং ২৭৫, হাল প্লট নং ৩৪৪ এর সীমানা:** উত্তরে- প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণে- সন্ধ্যা ভুঁইয়া, পূর্বে- কানাইলাল বর্মন, পশ্চিমে- সন্ধ্যা ভুঁইয়া। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) **১৮,৬৫,০০০.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র)** খ) **১,৮৬,৫০০.০০ টাকা (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)** গ) **১০,০০০/- টাকা** ঘ) **যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **১,৮৬,৫০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (**https://baanknet.com/**) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৮.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ **খ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা:** **ক) মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারী, সি/ও হারান আলী মণ্ডল,** কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫। **খ) শ্রীমতি আয়েশা বিবি (মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী- তাজমেল হক, সি/ও হারান আলী মণ্ডল, কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫। **গ) শ্রী এলিয়াস কাঞ্চন (মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- তাজমেল হক, সি/ও হারান আলী মণ্ডল, কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫। **ঘ) শ্রী ওলিয়াস কাঞ্চন (মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- তাজমেল হক, সি/ও হারান আলী মণ্ডল, কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫। **ঙ) শ্রী জুলিয়াস কাঞ্চন (মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- তাজমেল হক, সি/ও হারান আলী মণ্ডল, কালিগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫।	**ক) ৪১,৯৫,৪৬৩.৫৫ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশো তেষট্টি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র)** এবং ০১.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ। **খ) ০৬.০১.২০২৬** **গ) ১৯.০৩.২০২৬**	**i. সম্পত্তি-১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও বিল্ডিং যার পরিমাপ প্রায় ২ ডেসিমেল, মৌজা- বিলাসপুর নাছরেরপাড়া, জে.এল.নং.৩৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৪৫৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৪৬(এলআর), সাদিখরদিয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **শ্রী তাজমেল হকের নামে। সীমানা:** উত্তরে- দুলাল মণ্ডলের ফাঁকা জমি, দক্ষিণে- রাস্তা, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- আব্দুল কুদ্দুসের বাড়ি। **ii. সম্পত্তি-২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফাঁকা জমি যার পরিমাপ প্রায় ২ ডেসিমেল, মৌজা- বিলাসপুর নাছরেরপাড়া, জে.এল.নং.৩৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৪৫৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৪৬(এলআর), সাদিখরদিয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **শ্রী তাজমেল হকের নামে। সীমানা:** উত্তরে- তোতন মণ্ডলের বাড়ি, দক্ষিণে- রাস্তা, পূর্বে- আসাদুল মণ্ডলের বাড়ি, পশ্চিমে- জিতেন দাসের বাড়ি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) **i. ১৮,৪৩,০০০.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)** **ii. ৩,৬০,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)** খ) **i. ১,৮৪,৩০০.০০ টাকা (এক লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো টাকা মাত্র)** **ii. ৩৬,০০০.০০ টাকা (ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)** গ) **১০,০০০/- টাকা** ঘ) **যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, (মোঃ) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **i. ১,৮৪,৩০০.০০ টাকা** এবং **ii. ৩৬,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (**https://baanknet.com/**) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ১১.০৮.২০২৬ সকাল ১১:৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১০.০৮.২০২৬ বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত।

অন্যান্য শর্তাবলি:

১. সম্পত্তিগুলি **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে একটি ইনক্রিমেন্টের (বৃদ্ধির) সাথে বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে" পরিচালিত হবে।
৫. পরিষেবা প্রদানকারী **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর যোগাযোগের নম্বর হল ৮২৯১২২০২২০, ইমেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com**।
৬. সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে **২৭.০৭.২০২৬ থেকে ০৭.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত** সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৭. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ দরদাতাকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় মূল্য বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উপরোক্ত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি বকেয়া/যেকোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
৯. এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের জন্য উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি নোটিশও বটে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়।
১০. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লেখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বাকি বকেয়া (যদি থাকে) আদায় করা হবে।
১১. কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/বাতিল করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
১২. আরও বিশদ বিবরণ কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** -এ উপলব্ধ।

স্থান: কলকাতা, তারিখ: ২৭.০৭.২০২৬

অনুমোদিত অফিসার, কানাড়া ব্যাঙ্ক

বিজেপির কাছে পদ নয়, শিক্ষার্থীরাই গুরুত্বপূর্ণ: শাহ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: সিজেপির লাগাতার আন্দোলনের চাপে শনিবার ইস্তফা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এই ঘটনার পরেই মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দাবি, বিজেপির কাছে পদ নয়, বরং শিক্ষার্থীরাই গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার রাতে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে শাহ বলেন, বিজেপি কর্মীদের কাছে যে কোনও পদের চেয়ে দেশ, যুবসমাজ এবং শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ সেই নীতিকেই তুলে ধরেছে। তিনি এও জানিয়েছেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, বিজেপি কর্মীদের কাছে যে কোনও পদের চেয়ে দেশ, যুবসমাজ এবং শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানজির পদত্যাগ সেই নীতিকেই প্রতিফলিত করে। মোদী সরকার দেশের যুবসমাজের আবেগকে সম্মান করে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে মোদীজি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পদক্ষেপগুলি নিট পরীক্ষায় সফল শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। নিজের কার্যকালে ধর্মেন্দ্র প্রধানজি জাতীয় শিক্ষানীতি-র কার্যকর বাস্তবায়ন, মাতৃভাষায় পরীক্ষা আয়োজনের ব্যবস্থা, পিএম শ্রী স্কুলের সম্প্রসারণ, ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্প ও শিক্ষাজগৎ বা অ্যাকাডেমিয়ার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছেন। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টাও ছিল উল্লেখযোগ্য। ভারতকে একটি বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্পের প্রতি তাঁর নিষ্ঠারই প্রমাণ বহন করে তাঁর এই কার্যকাল।'

পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হলে, তা হবে পিওকে নিয়ে: রাজনাথ সিং

দ্রাস, ২৬ জুলাই: পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হলে একমাত্র এই বিষয়টিই উত্থাপন করা হবে, জানিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার কার্গিলের দ্রাসে আয়োজিত কার্গিল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনা হবে না। যদি কোনও আলোচনা হয়, তবে তা কেবল 'পিওকে' বা পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই হবে, যা ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পাকিস্তান তা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে।'

রাজনাথ সিং আরও বলেন, 'বর্তমানে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে নিজস্ব সরকারি নীতির অংশ করে তুলেছে এবং সেখানে সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে পার্থক্য পুরোপুরি মুছে গেছে। সেনাবাহিনী কেবল সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে রক্ষাই করে না, বরং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজও করে। তাই 'অপারেশন সিঁদুরে'র সময় আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম, ভারত আর সন্ত্রাসী এবং তাদের সমর্থনকারী সরকারগুলোকে আলাদা চোখে দেখবে না।'

কার্গিল যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যরা বীরত্বের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার কার্গিলের দ্রাসে আয়োজিত কার্গিল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বলেন, কার্গিল যুদ্ধ ভারতের জন্য কেবল একটি সামরিক ও কূটনৈতিক বিজয়ই ছিল না, এটি ছিল এমন এক মুহূর্ত যখন সমগ্র বিশ্ব ভারতীয় সৈন্যদের অদম্য সাহস ও বীরত্বের সাক্ষী হয়েছিল। কার্গিল যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের সেই বীরত্ব এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, যা প্রতিটি ভারতীয়র জন্য গর্বের বিষয়।

রাজনাথ সিং বলেন, 'আমাদের সাহসী সৈন্যরা সর্বদা অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা সম্প্রতি 'অপারেশন সিঁদুরে'র সাফল্যের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করেছি। সেই অভিযানের সময় আমাদের বীর সৈনিক ও আধিকারিকরা সন্ত্রাসী এবং তাদের মদতদাতাদের এমন এক উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন, যা তারা কখনোই ভুলবে না। পাকিস্তানের যে কোনও নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের জবাবে তাদের কল্পনারও বাইরে গিয়ে কঠোরতম পদক্ষেপ নেওয়ার সক্ষমতা ভারতের রয়েছে। আমি এই মঞ্চ থেকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই যে, ভারতের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলে এমন যে কোনও ঘৃণ্য কাজের পরিণতি এমনই হবে। এই যুদ্ধ-স্মৃতিসৌধে আপনারা সমগ্র ভারতকে দেখতে পাবেন। এই শহীদদের তালিকায় হিমাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, তামিলনাড়ু এবং দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের নাম রয়েছে। এখানে এমন সব মানুষের নাম রয়েছে যারা মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা ও গির্জায় প্রার্থনা করতেন। যারা এই দেশকে ভেঙে ফেলার স্বপ্ন দেখেন, তাদের এখানে তাকানো উচিত। ভারতকে বিভক্ত করার সেই স্বপ্নের বিরুদ্ধে এই দেওয়ালটিই এক বলিষ্ঠ জবাব।'

রাজনাথ সিং আরও বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনা হবে না। যদি কোনও আলোচনা হয়, তবে তা কেবল 'পিওকে' বা পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই হবে, যা ভারতেরই অংশ এবং পাকিস্তান তা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। বর্তমানে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে নিজস্ব সরকারি নীতির অংশ করে তুলেছে এবং সেখানে সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে পার্থক্য পুরোপুরি মুছে গেছে। সেনাবাহিনী কেবল সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে রক্ষাই করে না, বরং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজও করে। তাই 'অপারেশন সিঁদুরে'র সময় আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম, ভারত আর সন্ত্রাসী এবং তাদের সমর্থনকারী সরকারগুলোকে আলাদা চোখে দেখবে না।'

রাজনাথ আরও বলেছেন, 'এখন ভারত যখন উদ্ভাবনের পথে এগিয়ে চলেছে, তখন পাকিস্তান অনুপ্রবেশের নতুন নতুন উপায় খুঁজছে। ভারত যখন জাহাজ তৈরির নকশা করছে, পাকিস্তান তখন সন্ত্রাসবাদের নকশা তৈরিতে ব্যস্ত। ভারত যখন স্টার্টআপের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলছে, পাকিস্তান তখন গড়ে তুলছে সন্ত্রাসবাদের পরিবেশ। ভারত যখন সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করছে, পাকিস্তান তখন আত্মঘাতী বোমারু তৈরি করছে। ভারত মহাকাশ অভিযানের জন্য পরিচিত, আর পাকিস্তান চালাচ্ছে প্রক্সি অভিযান। ভারত যখন মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাচ্ছে, পাকিস্তান তখন সীমান্তে সন্ত্রাসী পাঠাতে ব্যস্ত। ভারত যখন বিশ্বকে সফটওয়্যার সরবরাহ করছে, পাকিস্তান তখন জোগান দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদ।

পড়ুয়াদের ওপর ছররা গুলি ও লাঠিচার্জ নিয়ে শাহকে রাহুলের প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: দিল্লিতে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ওপর ছররা গুলি, লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহারের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। লেখা চিঠিতে তিনি এই ঘটনার জন্য জবাবদিহি দাবি করেছেন।

রবিবার রাহুল গান্ধি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্সে' লেখেন, দিল্লিতে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ছররা গুলি, লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি ১৯ বছরের সাহিল লোচাবের সঙ্গে দেখা করেছেন বলেও জানান। ছররা গুলিতে আহত সাহিলের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি করেন রাহুল। তাঁর কথায়, সাহিলের 'অপরাধ' ছিল প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা এবং পড়ুয়াদের জন্য একটি ন্যায্য ভবিষ্যতের দাবি জানানো।

অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে রাহুল গান্ধি দু'টি প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানতে চান, পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ছররা গুলির মতো প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের অনুমোদন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েছিলেন কি না। যদি না দিয়ে থাকেন, তবে কে এই ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিল, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।পাশাপাশি, সাধারণ পোশাকে থাকা যে ব্যক্তিদের পড়ুয়াদের লাঠি দিয়ে মারতে দেখা গিয়েছে, তাঁরা পুলিশকর্মী ছিলেন, নাকি স্বেচ্ছাসেবক, তা নিয়েও প্রশ্ন করেন রাহুল। তাঁদের মোতায়েনের অনুমোদন কে দিয়েছিল, তারও জবাব চেয়েছেন তিনি। তদেশ জবাব চাইছেদ, লেখেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

প্রসঙ্গত, চিঠিতে রাহুল গান্ধি লেখেন, '২০ জুলাই ২০২৬-এ দিল্লিতে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর যে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে, তার জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবিতে আমি এই চিঠি লিখছি। যে কোনও গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের নৃশংস হিংসা সমস্ত রীতিনীতিকে ধূলিসাৎ করে দেয় এবং দেশজুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।'তিনি আরও বলেন, 'দেশের ভবিষ্যৎ, আমাদের তরুণ ও শিক্ষার্থীরা, এর জবাব ও দায়বদ্ধতা দাবি করছে। তাদের কণ্ঠস্বর অবশ্যই শোনা হবে।'

মুম্বইয়ে 'আয়কর সিন্ধু'র উদ্বোধন নির্মলা সীতারমনের

মুম্বই, ২৬ জুলাই: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন রবিবার মুম্বইয়ের নরিমান পয়েন্টে আয়কর বিভাগের নতুন অফিস কমপ্লেক্স 'আয়কর সিন্ধু'র উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভবনটির নামের মতোই; প্রত্যেক করদাতার প্রদত্ত করের মাধ্যমে দেশের রাজকোষ এক বিশাল মহাসাগরের রূপ নেয়। আয়কর বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা এই কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ছাড়পত্র বা অনুমোদন পেতে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা তুলে ধরেন এবং এসব বাধা দূরীকরণে অর্থমন্ত্রীর ভূমিকার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। নির্মলা সীতারমন বলেন, অনুমোদন সংগ্রহের জন্য যদি 'ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসে'র কর্মকর্তাদেরই দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়, তবে সাধারণ নাগরিকদের কী ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে হয়, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। তিনি বিভাগের কর্মকর্তাদের এই বাস্তবতার কথা বিবেচনা করার এবং নিয়মকানুন যথাযথভাবে মেনে চলার পাশাপাশি এই ধরনের বাধা দূরীকরণে কাজ করার আহ্বান জানান।

দুই ভারতীয়ের খোঁজ মিলেছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরে হামলার মুখে পড়া ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজটিতে থাকা দু'জন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস। তবে বাকি দু'জন ভারতীয় সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি বলে দাবি। শনিবার রাতে একটি হামলায় 'এমভি এজিএন রাগনার' নামের ওই পণ্যবাহী জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রবিবার ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে, নিখোঁজ দুই ভারতীয় নাবিকের খোঁজে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় উদ্ধার অভিযান চলছে। বাকি দু'জনের পরিস্থিতি ও অবস্থান জানতে দূতাবাস সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ওডেসা বন্দরটি বারবার আক্রমণের শিকার হয়েছে। এর আগেও গত ১৯ জুলাই ওডেসা বন্দরে অন্য একটি জাহাজে হামলায় চার জন ভারতীয় নাবিক নিহত হন।

ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, 'এমভি এজিএন রাগনার' নামের জাহাজটিতে চারজন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দু'জনের নিরাপদে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে এবং বাকি দু'জনের বিষয়ে তথ্যের অপেক্ষা করা হচ্ছে। অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ চলছে। দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখছে।

বিজ্ঞপ্তি

নিউ টাউনের A/C 152 নম্বর প্লটে (আয়তন ৩৩৪.৫০ বর্গমিটার) একটি G+4 ভবন নির্মাণের জন্য Twilight CHSL এর পক্ষ থেকে ভবন পরামর্শদাতা ও ঠিকাদার নিয়োগের উদ্দেশ্যে সিলমোহরযুক্ত কোটেশন বা দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে twilight.chsl.ac152@gmail.com ঠিকানায় কোটেশন পাঠাতে হবে। কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সম্পূর্ণ অধিকার সোসাইটির অধীনে থাকবে।

ময়দান

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের দ্বিতীয় পদক, রুপো জিতলেন ঋষিকান্ত, জিমন্যাস্টিক্স ও সাঁতারে ফাইনালে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কমনওয়েলথ গেমসের চতুর্থ দিনে ভারতের পদকের সংখ্যা আরও বাড়ল। পুরুষদের ৬০ কেজি ভারত্তোলন বিভাগে দুর্দান্ত লড়াই করে রুপোর পদক জিতলেন ভারতের ঋষিকান্ত সিং। একসময় তাঁর সামনে সোনা জয়ের সুযোগ তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতীয় ভারোত্তোলককে। এর আগে পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতের পদকের খাতা খুলেছিলেন ঝন্ডু কুমার। ফলে একই দিনে ভারতের ঝুলিতে যোগ হলো দ্বিতীয় পদক।

প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন ঋষিকান্ত। স্ন্যাচ বিভাগে তিনি ১২১ কেজি ওজন তুলে নতুন কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ড গড়ে সবাইকে চমকে দেন। সেই পারফরম্যান্সের পর তাঁকে সোনা জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবেই ধরা হচ্ছিল। প্রথম পর্ব শেষে তিনিই ছিলেন এগিয়ে।

তবে ক্লিন অ্যান্ড জার্কে এসে বদলে যায় ছবিটা। প্রথম প্রচেষ্টায় ১৪৩ কেজি ওজন সফলভাবে তুললেও পরবর্তী দুই চেষ্টায় ১৪৮ এবং ১৫১ কেজি তুলতে ব্যর্থ হন ভারতীয় অ্যাথলিট। এই ব্যর্থতার সুযোগ কাজে লাগান মালয়েশিয়ার মহম্মদ আনিক বিন কাসদান। তিনি ছয়টি প্রচেষ্টাতেই সফল হন এবং মোট ২৭৩ কেজি ওজন তুলে নতুন কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন। অন্যদিকে মোট ২৬৪ কেজি ওজন তুলে দ্বিতীয় স্থানে থেকে রুপোর পদক জেতেন ঋষিকান্ত। ভারতের জন্য দিনটি যেমন পদকের আনন্দ নিয়ে এসেছে, তেমনই লন বোলে কিছুটা হতাশাও দিয়েছে। মহিলাদের জুটির বিভাগে রূপা রানি তিরকে ও পিঙ্কি সিং টানা দুই ম্যাচ জিতে দারুণ ছন্দে ছিলেন। কিন্তু নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁদের সেই জয়যাত্রা থেমে যায়। প্রথম সেটে দুই দলই সমান তালে লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত সেটটি নিজেদের করে নেয় নামিবিয়া। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য দারুণ প্রত্যাবর্তন করে ভারতীয় জুটি। একতরফা খেলায় ১০-১ ব্যবধানে সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান তাঁরা। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চাপ সামলাতে না পেরে টাইব্রেকারে হেরে যান রূপা ও পিঙ্কি। চলতি আসরে এটাই তাঁদের প্রথম পরাজয়। অন্যদিকে জিমন্যাস্টিক্সে ভারতের জন্য এল সুখবর। মহিলাদের ভল্ট ইভেন্টে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন প্রতিষ্ঠা সামন্ত। যোগ্যতা অর্জন পর্বে সপ্তম স্থানে থেকে তিনি শেষ আটের লড়াইয়ে ওঠেন। ফাইনালে তাঁর কাছ থেকে ভালো ফলের আশায় ভারতীয় শিবির। সাঁতারেও ভারতের পারফরম্যান্স ছিল উল্লেখযোগ্য। পুরুষদের ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে ইভেন্টে শ্রীহরি নটরাজ, আরিয়ান নেহরা, অনীশ গৌড়া এবং দক্ষণ শশীকুমারের দল নিজেদের হিটে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছে। আগামী ফাইনালে এই দল পদকের জন্য লড়াই করবে। সব মিলিয়ে কমনওয়েলথ গেমসের চতুর্থ দিনটি ভারতের জন্য ছিল সাফল্য ও সম্ভাবনার মিশেল। ঋষিকান্ত সিংয়ের রুপোর পদক ভারতের পদক তালিকাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি জিমন্যাস্টিক্স ও সাঁতারে একাধিক ফাইনালে ভারতীয়দের ওঠা ভবিষ্যতে আরও পদকের আশা জাগাচ্ছে।

ডুরান্ডে জয়ের আশায় নামছে মহামেডান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ডার্বি দিয়ে শুরু হয়েছে ডুরান্ড কাপের অভিযান। দুই প্রধান ইস্ট-মোহনের পর এবার ডুরান্ড কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে তৃতীয় প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সোমবার যুবভারতীতে মহামেডানের প্রতিপক্ষ বাঘপত এফসি। অজানা প্রতিপক্ষ নিয়ে যদিও মহামেডানের কোচ মেহরাজুদ্দিন ওয়াডু একেবারেই চিন্তিত নন। তিনি জানালেন, প্রতিপক্ষকে মেপে নিয়েছেন এবং যথেষ্ট পরিকল্পনা করেই নামবে তাঁর দল।

অন্য দুই প্রধানের মতো মহামেডান স্পোর্টিংয়ের হাতে অত বেশি সংখ্যক ফুটবলার নেই। যে দল কলকাতা লিগে খেলছে তারাই ডুরান্ডে নামবে। ফলে ফুটবলারদের ক্লান্তি একটা বড় সমস্যা হবে। ট্রান্সফার ব্যানের কারণে নতুন কোনও ফুটবলার সইও করাতে পারবে না ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। তবে নিজেদের হাতে যা শক্তি রয়েছে তাই নিয়েই ডুরান্ডে জয়ের আশায় নামছে সাদা-কালো ব্রিগেড। জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ এই টুর্নামেন্টের আগে মহামেডান সচিব ওয়াসিম আক্রম বলেন, 'দলের প্রতি আস্থা আছে। আশা করি ভালো ফল হবে' এদিকে শনিবারের ডার্বিতে ডুরান্ড কমিটির টিকিট ও কার পাস নিয়ে অসহযোগিতার কারণে ইস্ট-মোহন কর্তারা মাঠে খেলা দেখতে যাননি। তবে মহামেডান সচিব ওয়াসিম আক্রম জানিয়ে রাখছেন, ক্ষুণ্ণআমরা দলকে ভালোবাসি, অবশ্যই মাঠে যাব। তবে ডুরান্ড কমিটির অসহযোগিতা অবশ্যই আছে। ম্যাচের দু দিন আগেও টিকিট আসেনি ক্লাবে।

Abridge Tender Notice

The Assistant Engineer (A-I), Pandua (A-I) Sub-Division, Khanyan, Hooghly invites separate sealed tender in West Bengal Form **No. 2911(1)** against **(NIT No. 02/ Surging, Development & Rectification work at Uliarh HDTW(HG-295) & Kamptai DTW(HG-192)/2026-27) for Surging, Development & Rectification work at Uliarh HDTW(HG-295)** under Dhaniakhali Dev.Block & Kamptai DTW(HG-192) under Pandua Dev. Block of Pandua(A-I) Sub-Division, Pandua, Dist. Hooghly. Last date of application and collection of Tender Documents is **10.08.2026 up to 2.00 pm.** Further information will be available from the office of the undersigned during any working day.

Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Pandua (A-I) Sub-Division
Khanyan, Hooghly

OFFICE OF THE PRINCIPAL
DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA (AUTONOMOUS)
Re-Accredited by NAAC with Grade "A" (2nd Cycle)
(Affiliated to Vidyasagar University)
Vill – Gangaram Chak * P.O. – Chakshyampur * Dist – Paschim Medinipur * PIN – 721124 * West Bengal * India
Mob: 9733846160 (Principal) * E-mail: principaldebra@gmail.com * Website: www.debracollege.ac.in

Notice Inviting Tender for College canteen
Tender No- dtsksm/NIT81/26 dated: 27-07-2027

Sealed quotations are hereby invited from suitable companies/ agencies etc, with Food License other necessary documents, suitable credentials for running the college canteen. Attach suitable credentials for last 5 years. Interested bidders to fill up the rate chart given in college website **www.debracollege.ac.in.** Tenders to be deposited in Tender Box kept in Principal's office.
Last Date of Submission of Tender: 06-08-2026 (2 pm)
Date and Time of Opening of Tender: 06-08-2026 (3 pm)
Interested bidders may remain present.

Dr. Rupa Dasgupta
Principal

OFFICE OF THE PRINCIPAL
DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA (AUTONOMOUS)
Re-Accredited by NAAC with Grade "A" (2nd Cycle)
(Affiliated to Vidyasagar University)
Vill – Gangaram Chak * P.O. – Chakshyampur * Dist – Paschim Medinipur * PIN – 721124 * West Bengal * India
Mob: 9733846160 (Principal) * E-mail: principaldebra@gmail.com * Website: www.debracollege.ac.in

Notice Inviting quotation
Tender No- dtsksm/NIT80/26 dated: 25-07-2027

Sealed quotations are hereby invited from reputed contractors/agencies with suitable credentials for Construction of Concrete base for statue 4ft by 4ft, height 6 ft (Cement Ambuja/Dalmia/Ultratech), good quality granite on outer side with one stair case and 21 inches by 21 inches and 4 inches height concrete structure on top. Complete with all materials (Inclusive of all taxes). Attach suitable credentials for last 5 years. Tenders to be deposited in Tender Box kept in Principal's office.
Last Date of Submission of Tender: 05-08-2026
Date and Time of Opening of Tender: 06-08-2026 at 3 pm

Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram
Smriti Mahavidyalaya (Autonomous)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tender is being invited for selection of reputed Agencies/Contractor for Supply of Ortho-Implants & Prosthetic Limbs at ESI Hospital Uluberia, Howrah. Details of the terms & condition will be available in the website https://wbtenders.gov.in Bid submission Start from : 27.07.2026 at 12 Noon Closing end : 15.08.2026 at 12 Noon Opening on : 17.08.2026 at 12 Noon Sd/-SUPERINTENDENT ESI HOSPITAL ULUBERIA.
ICA- T13457(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION & WATERWAYS DIRECTORATE
e-TENDER NOTICE
e-NIT No. WBIW/SDO/JISD/eNIT-01/2026-27
On behalf of the Governor of West Bengal, the undersigned invites e-tenders for 20 (Twenty) works having an estimated value ranging from ₹1.63 lakh to ₹3.67 lakh. The **last date and time for online bid submission is 03.08.2026 up to 17:00 hrs (IST).** Detailed information is available at **www.wbiwd.gov.in, wbtenders.gov.in**, and in the office of the undersigned. Sd/- Sub-Divisional Officer, Jamalpur Irrigation Sub-Division.
ICA- T13458(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 04/EE(E/M)/EBSD/EM/KMDA/eT-04 of 2026-27
Online percentage tender is invited by The Executive Engineer, (E/M), EBSD, EM Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, 3rd Floor, Kolkata-700006, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agency, for the work, **Name of Work, Estimated Value, Earnest Money, Time of Completion,** Day to day Electrical maintenance work at 83/1A Vivekananda Road office floor, KMDA from 12.08.2026 to 31.12.2027., Rs.1,22,530/-, Rs.2,451/-, Upto 31.12.2027 (Or, as will mentioned in work order), **Last date & time of online tender submission:** 07.08.2026, 12:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-294)**
www.kmda.wb.gov.in
ICA- T13466(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 05/e-NIT/EE/CSD/E&AM/KMDA of 2026-27
Online e-NIT is invited by Executive Engineer, Common Service Division, E&AM Sector, KMDA, 1st Floor, Block-B, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from bonafide, reliable and resourceful experienced agency /firms / companies / individual contractors, for the work, **Description of Work, Estimated Amount, Earnest Money Deposit, Time of Completion in Days,** Up-gradation and modification of Vice Chairman's chamber, Visitor Room, Common Corridor etc. with allied works including Civil & electrical component at VIP Block KMDA at 2nd floor, "B" Block Unnayan Bhawan, Salt Lake, Kol-700091., Rs.16,95,834/-, Rs.33,917/- to be paid through online only as per the system, 60 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 13.08.2026 Time: 15:00hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-299)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T13467(3)/2026

শুক্রবার কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবে বেঙ্গল থ্রো বল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দ্বিতীয় দক্ষিণ এশীয় থ্রো বল চ্যাম্পিয়নশিপ,২০২৬-এ ভারতীয় চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য অগ্নেয়ী বিশ্বাস ও প্রিয়াঙ্কা কুণ্ডুকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী, সচিব জহর দাস এবং প্রাক্তন বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড়।

ডুরান্ড কাপে ডার্বি জিতে ইলিশের সময়ে যেন চিংড়িরই জয়জয়কার। ম্যাচের পরদিন মানিকতলা বাজারে চিংড়ি হাতে দেখা গেল মোহনবাগান সমর্থক তথা উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষকে। সবুজ-মেরুনের ডার্বি জয়ের উচ্ছ্বাসে এদিন পাতে জায়গা পেল চিংড়িই। বাজার থেকেই ভেসে এল একটাই স্লোগান; 'জয় মোহনবাগান!'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২৭ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

চন্দিপুরা ভাইরাস

বর্ষার মরশুমে অদৃশ্য ও নীরব ঘাতক

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

বর্ষার মরশুম শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ভারতে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে একটি মারাত্মক আর্বোভাইরাস, যার নাম 'চন্দিপুরা ভাইরাস' (CHPV)। বিশেষ করে গুজরাট-সহ দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে শিশুদের মধ্যে তীব্র এনসেফালাইটিস সিন্ড্রোম (AES) বা মস্তিষ্কের প্রদাহের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। গুজরাটে এই মরশুমে এখন পর্যন্ত ৬৩টি সন্দেহভাজন রোগীর মধ্যে ১২টি পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ৮ জন শিশু প্রাণ হারিয়েছে, এর মধ্যে রাজস্থান থেকে চিকিৎসা নিতে আসা একটি ২ বছরের শিশুও রয়েছে।

২০০৩-২০০৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাটে চন্দিপুরা ভাইরাসের এক ভয়াবহ রূপ দেখা গিয়েছিল, যেখানে তিনশোরও বেশি শিশু আক্রান্ত হয়েছিল এবং সেই সময়ে মৃত্যুর হার ছিল প্রায় ৫৬-৭৮ শতাংশ। দু'বছর আগে ২০২৪ সালে ভারতে এই চন্দিপুরা ভাইরাসের পুনরায় একটি ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল, যেটি মূলত গুজরাট, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই ভাইরাসের সংক্রমণে সেই সময়েও বহু শিশুর মৃত্যু হয়। স্বাভাবিকভাবেই ২০২৬ সালে এই ভাইরাসের প্রত্যাবর্তন আমাদের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য এক বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রের 'চন্দিপুরা' গ্রামে প্রথম বারের জন্য শনাক্ত হয়েছিল এই ভাইরাস।

সেই গ্রামের নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়েছিল ' চন্দিপুরা ভাইরাস '। দু'বছর ধরে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে ভাইরাসটি সনাক্ত করন করার পরে ১৯৬৭ সালে পুনের তৎকালীন ভাইরাস রিসার্চ সেন্টার (VRC)-এর প্রখ্যাত দুই ভারতীয় ভাইরোলজিস্ট ও গবেষক ড. প্রবীণ এন. ভাট (Pravin N. Bhatt) এবং ড. এফ. এম. রডরিগস (F.M. Rodrigues) 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিকেল রিসার্চ' (IJMR)-এ তাঁদের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে দুই বিজ্ঞানী ভাইরাসটির গঠন হুবহু একটি বন্দুকের বুলেটের মতো দেখেছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, ১৯৬৫ সালে যখন চন্দিপুরা গ্রাম থেকে প্রথম এই ভাইরাস পাওয়া যায়, তখন রোগীদের মধ্যে কেবল তীব্র জ্বর এবং গায়ে ব্যথার মতো মৃদু লক্ষণ ছিল। এটি যে শিশুদের মস্তিষ্কে আক্রমণ করে তীব্র এনসেফালাইটিস (AES) ঘটাতে পারে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, তা বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। ১৯৮০-এর দশকে এবং বিশেষ করে ২০০৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে শিশুদের মৃত্যুর পর এই ভাইরাসের আসল ও মারণ রূপটি বিশ্বের সামনে আসে। ২০০৩ সালের জুন মাসে বর্ষার শুরুতে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মধ্য-পূর্ব মহারাষ্ট্রে আচমকা শিশুদের মধ্যে তীব্র মস্তিষ্কের প্রদাহ (Acute Encephalitis) দেখা দেয়। চিকিৎসকরা প্রথমে এটিকে প্রথাগত 'জাপানি এনসেফালাইটিস' (Japanese Encephalitis) বলে ভুল করেছিলেন। কিন্তু পরে, চিকিৎসকরা লক্ষ্য করেন এই রোগটি জাপানি এনসেফালাইটিসের চেয়েও দ্রুত ছড়াচ্ছে এবং শিশুদের সামান্য ফ্লু-এর মতো লক্ষণ থেকে কোমা ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে মাত্র ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগছে। ওই বছরের জুন থেকে আগস্টের মধ্যে ৩২৯ জন শিশু এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং তার মধ্যে ১৮৩ জন শিশুই মারা যায়। মৃত্যুর হার ছিল প্রায় ৫৬, যা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে।পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (NIV)-এর বিজ্ঞানীরা মৃত শিশুদের মস্তিষ্ক ও রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে চমকে ওঠেন। তাঁরা দেখেন, এর পেছনে জাপানি এনসেফালাইটিস

নয়, বরং ১৯৬৫ সালের সেই অবহেলিত 'চন্দিপুরা ভাইরাস' দায়ী। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে আসে, ভাইরাসটি তার জিনগত কাঠামোর পরিবর্তনের (Mutation) মাধ্যমে নিজেকে শিশুদের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত বা 'নিউরোভারুলেন্ট' (Neurovirulent) করে তুলেছে। এটি মূলত ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ফাঁকি দিয়ে সরাসরি তাদের মস্তিষ্কের কোষ ধ্বংস করতে শুরু করে দিচ্ছে। ২০০৩ সালের এই ঘটনার পর থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ভারত সরকার চন্দিপুরা ভাইরাসকে গ্রামীণ ভারতের অন্যতম প্রধান 'উদীয়মান জনস্বাস্থ্য হুমকি' হিসেবে ঘোষণা করে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই ভাইরাসটি Rhabdoviridae পরিবারের একটি সদস্য, যেটি জলাতঙ্ক (Rabies) ভাইরাসের সমগোত্রীয়। এটি প্রধানত স্ত্রী স্যান্ডফ্লাই বা বালুমাছির (Phlebotomus papatasi) কামড়ের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে এই বালুমাছির উপদ্রব বহুগুণ বেড়ে যায়। মাটির দেওয়ালের ফাটল, অন্ধকার কোণ বা গবাদি পশুর বাসস্থানে এরা আশ্রয় নেয়। বর্ষার জলে ভিজে নরম হওয়া জৈব বর্জ্যে বা গোবরের স্তূপে এদের লার্ভা বা বাচ্চার বৃদ্ধি হয় দ্রুত। ১৫ বছরের কম বয়সী গ্রামীণ শিশুরা, যারা কাঁচা বা দুর্বল আবাসন ব্যবস্থায় থাকে, সাধারণত তারাই এই ভাইরাসের প্রধান শিকার হয়ে ওঠে। গবেষণায় দেখা গেছে, বর্ষাকালে এবং বর্ষার ঠিক পরেপরেই স্ত্রী বালুমাছিদের রক্ত চোষার প্রবণতা এবং কার্যকারিতাও বহুগুণ বেড়ে যায় ও সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এই ভাইরাসের প্রধান বিপজ্জনক দিক হলো এর সংক্রমণের গতি। সাধারণ ভাইরাসের মতো শুরু হলেও এটি খুব দ্রুত রোগীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কে আঘাত করে। সাধারণ ভাইরাস যেখানে শরীরের অন্যান্য অংশে সীমাবদ্ধ থাকে, চন্দিপুরা ভাইরাস রক্তে প্রবেশ করার পর অত্যন্ত দ্রুত শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা 'ব্লাড-ব্রেন ব্যারিয়ার' ভেঙে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (CNS) প্রবেশ করতে পারে। মস্তিষ্কের কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাসটি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এর ফলে মস্তিষ্কে তীব্র প্রদাহ ও জল জমা (Cerebral Edema) শুরু হয়। এই অভ্যন্তরীণ চাপের কারণেই আক্রান্ত শিশুর দ্রুত খিঁচুনি ও অচেতনতার মতো মারাত্মক লক্ষণ দেখা দেয়। এই ভাইরাসটি স্বভাবগতভাবে নিউরোট্রপিক হওয়ার কারনে মস্তিষ্কের নিউরন বা স্নায়ুকোষগুলোকে সরাসরি আক্রমণ ও ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। সংক্রমণের গতি এতই দ্রুত যে, সামান্য জ্বর ও বমি শুরু হওয়ার মাত্র ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শিশুটি সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ না দিয়েই এটি রোগীর 'মাল্টি-অর্গান ফেইলিওর' ঘটায়।

সাম্প্রতিক মলিকুলার গবেষণায় দেখা গেছে চন্দিপুরা ভাইরাসটি রক্তে প্রবেশের পর অত্যন্ত দ্রুত 'ক্ল্যাথরিন-মিডিয়েটেড এন্ডোসাইটোসিস' (Clathrin-mediated endocytosis) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষে প্রবেশ করে। এটি মস্তিষ্কের মাইক্রোগ্লিয়াল অ্যাক্টিভেশন এবং সাইটোকাইন ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়েই নিউরনের মৃত্যু (Apoptosis) ঘটায়। এই রোগের প্রধান লক্ষণই হলো , হঠাৎ প্রচণ্ড ও তীব্র জ্বর হওয়া এবং অনবরত বমি হওয়া। জ্বর আসার কিছু ঘণ্টার মধ্যেই সারা শরীর শক্ত হয়ে খিঁচুনি শুরু হয়। শিশু তার চারপাশের মানুষকে চিনতে পারার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অসংলগ্ন আচরণ করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে, যা মৃত্যুর ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ভাইরাসটি শরীরে প্রবেশের পর কয়েক দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক রূপ দেখিয়ে বিদায় নেয় অথবা রোগীর জীবন কেড়ে নেয়। এই চরম বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই ভাইরাসকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'ক্ষণস্থায়ী কিন্তু অত্যন্ত মারাত্মক' বলা হয়।

এখনও এই ভাইরাসের কোনো নির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ বা কার্যকর ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি। চিকিৎসকদের সম্পূর্ণভাবে 'সাপোর্টিভ কেয়ার' এবং লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসার ওপর নির্ভর করতে হয়। চিকিৎসকদের মতে, যেহেতু এই ভাইরাসের কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ বা ভ্যাকসিন নেই, তাই প্রতিরোধই একমাত্র পথ। আর এই প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় ঢাল হলো মশারি এবং পরিচ্ছন্নতা। চন্দিপুরা ভাইরাস কোনো সাধারণ মশার মাধ্যমে সংবাহিত হয় না, হয় প্রধানত স্ত্রী স্যান্ডফ্লাই বা বালুমাছির সাহায্যে। এদের কামড়ের মাধ্যমেই ভাইরাসটির সংক্রমণ ঘটে। এই মাছিগুলো আকারে খুবই ছোট হয় এবং খুব উঁচুতে উড়তে পারে না। তাই মশারিই এদের আক্রমণ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। বালুমাছি শুধু রাতে নয়, দিনের বেলাতেও কামড়াতে পারে। তাই শিশু দিনে বা রাতে যখনই ঘুমাবে, তাকে অবশ্যই মশারির ভেতরে রাখতে হবে। বালুমাছি যেহেতু মাটির কাছাকাছিই বেশি বিচরণ করে। তাই শিশুদের মেঝেতে না ঘুমিয়ে খাটের ওপর মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বালুমাছির বংশবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে আদর্শ। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখলে এদের উপদ্রবও এক ধাক্কায় কমিয়ে আনা সম্ভব। গ্রামীণ এলাকার মাটির বা কাঁচা বাড়ির দেওয়ালে কোনো ফাটল থাকলে সেগুলো কাদা বা সিমেন্ট দিয়ে দ্রুত বন্ধ করতে হবে কারণ এই অন্ধকার ফাটলগুলোই বালুমাছির প্রধান আশ্রয়স্থল। বাড়ির চারপাশের জঙ্গল কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং কোথাও জল জমতে দেওয়া যাবে না। সাম্প্রতিক একটি এপিডেমিওলজিক্যাল গবেষণায় দেখা গেছে, আগে এই চন্দিপুরা ভাইরাস মূলত Phlebotomus papatasi প্রজাতির বালুমাছির মাধ্যমেই ছড়াত। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখন এটি Sergentomyia প্রজাতির বালুমাছি এবং কিছু ক্ষেত্রে এডিস মশার মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে, যা ভাইরাসের ভৌগোলিক বিস্তার বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, চন্দিপুরা ভাইরাস সৃষ্ট তীব্র এনসেফালাইটিস সিন্ড্রোম (AES)-এর ক্ষেত্রে মৃত্যুর গড় হার এখনও ৩৩ থেকে ৭০ এর মধ্যে ওঠানামা করছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

চন্দিপুরা ভাইরাসের মতো জুনোটিক রোগের মোকাবিলায় চিকিৎসকদের পাশাপাশি পরিবেশবিদ ও পশুসম্পদ কর্মকর্তাদের যৌথভাবে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি। পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (NIV) এই রোগ শনাক্তকরণে কাজ করলেও গ্রামীণ বা ব্লক স্তরে পিসিআর (PCR) পরীক্ষার গতি আরও বাড়াতে হবে। বর্ষার এই মরশুমে শিশুদের ক্ষেত্রে হঠাৎ তীব্র জ্বর এবং বমি দেখা দিলে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে রোগীকে নিকটস্থ জেলা হাসপাতাল বা আইসিইউ সুবিধা সম্বলিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। চন্দিপুরা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনই জীবন বাঁচানোর একমাত্র চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

কাশি
কারণ ও প্রতিকার

ডাঃ আবু তাহের

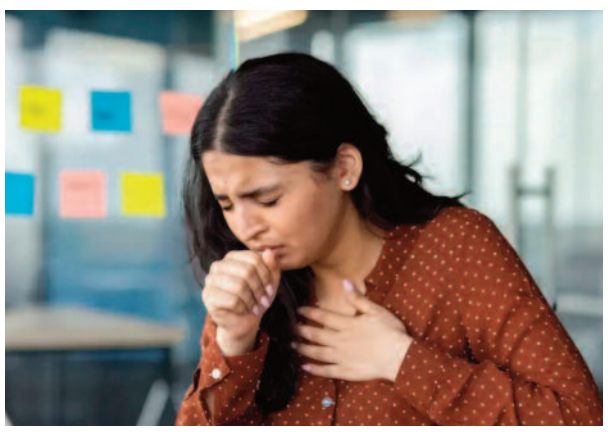

কাশি আমাদের শরীরের একটি অন্যতম প্রধান প্রতিবর্ত ক্রিয়া।কাশি অনেক সময় আমাদের কাছে বিরক্তির কারণ হলেও শ্বাসনালির এবং বায়ুথলির ভেতরে কোনো অযাচিত বস্তু প্রবেশ করলে তা নির্গমনে সহায়তা করে কাশির মত স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আবার এই কাশি সামান্য ভাইরাল ইনফেকশন থেকে শুরু ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ডের নানান জটিল অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।কাশির প্রকার,সময়কাল এবং প্রকৃতি অনুযায়ী রোগের মাত্রা নির্ভর করে।স্বরথলির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকেও কাশির উদ্রেক হতে পারে যেমন স্বরথলির কোনো টিউমার থেকে যেমন কাশি হতে পারে তেমনি সিওপিডি (অর্থাৎ ক্রণিক অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ), অ্যাজমা,ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, ক্যান্সার, নিউমোনিয়া ইত্যাদি থেকেও কাশি হয়।

শ্বাসনালির ভেতরে যেকোনো ধরনের উদ্দীপনা হতে পারে তা রাসায়নিক বা জৈবিক তার ফলেই সাধারণত কাশির জন্ম হয়।

হার্ট ফেলিওরের মত বড় ধরনের হৃৎপিণ্ডের অসুখ থেকে এবং কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাশি হতে দেখা যায়।

এছাড়াও সাইনুসাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস,গ্যাস অম্বলের সমস্যা থেকেও কাশি হতে দেখা যায়।

কাশির প্রকার অনুযায়ী কাশি সাধারণত দুই ধরনের হয়। শুকনো কাশি এবং ভেজা কাশি।যাকে ড্রাই কাফ এবং প্রোডাক্টিভ কাফ বলা হয় যথাক্রমে। শুকনো কাশি সাধারণত ভাইরাল ইনফেকশন থেকে হয়। তাছাড়াও অন্যান্য কারণের মধ্যে সাইনুসাইটিস, অ্যাজমা, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, শ্বাসনালির প্রদাহ, টিউমার ইত্যাদি থেকেও শুকনো কাশি হতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি হতে দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

এমনিতে অল্প বিস্তর কাশি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবার হয়ে থাকে। কিন্তু এই কাশিই একটা সময় বড় ধরনের কোনো রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে। কাশির সাথে যে সমস্ত উপসর্গগুলো দেখলে সেই কাশিকে অবহেলা করা উচিত নয় সেগুলো হলো দু সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি, কাশির সাথে কাচা বা পাকা রক্ত, কাশতে গিয়ে বুকে, পিঠে, পাঁজরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা,জ্বর,কাশির সাথে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট,বুকে সাঁই সাঁই করে আওয়াজ করা, ওজন কমে যাওয়া,খাবারে অনীহা, অরুচি, কাশির সাথে সবুজ হলুদ কাচা পাকা রক্ত পড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে ততক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কাশির পরীক্ষা, বুকের এক্স রে করে প্রাথমিকভাবে টিবি বা ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা কিনা তা নির্ধারণ করা হয়।

যাদের অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তাদের ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে কাশির উদ্রেক হতে পারে। ধুমপায়ী দের কাশি একটি সাধারণ উপসর্গ। এক্ষেত্রে যাদের শরীরে অ্যালার্জির ধাঁচ রয়েছে তাদের যদি ধুমপান করতে দেখা যায় তবে তা দ্বিগুণ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রে সাধারণত সকাল বেলার দিকে কাশি লক্ষ্য করা যায়। কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট দেখা যায়, পাকা কফ নির্গত হতে দেখা যায় এমনকি কাশির সাথে রক্ত ক্ষরণ অবধি হতে পারে। কাশির আওয়াজে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলা উচিত। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ ধুমপায়ী নিজেই জানে না কী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছে তাদের ফুসফুস।

কাশির সাথে বিভিন্ন কারণে রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা যায়। যেমন টিবি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ক্যান্সার ইত্যাদি তে কাশির সঙ্গে কাচা রক্ত বের হতে দেখা যায়। অবশ্য রক্তপাত মানেই সবসময় টিবির লক্ষণ নয়।পুরনো টিবির ক্ষতস্থান থেকেও অনেক সময় রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা যায়। কাশির সাথে রক্ত ছাড়াও অন্য কোনোভাবে যেমন পায়খানা, প্রস্রাব এবং বমির সঙ্গে রক্ত পড়ছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে। শরীরের ওজন যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাওয়া এবং উপরোক্ত লক্ষণগুলো ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।আর এই সমস্ত উপসর্গগুলো দেখা দিলে একবার অন্তত একজন বক্ষ বিশারদের কাছে সুপরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

কাশি যদি আট সপ্তাহের অধিক কাল ধরে স্থায়ী হতে দেখা যায় তবে তাকে দীর্ঘকাল ব্যাপী কাশি বলে। এর কারণ সাধারণত সিওপিডি, অ্যাজমা, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, গলার প্রদাহ, হার্ট ফেলিওর, সাইনুসাইটিস, ইন্টারসিটিশিয়াল লাং ডিজিজ, ভোকাল কর্ড ডিসফাংসন, কিংবা পূর্বের কোনো সংক্রমণ থেকেও ফুসফুসে ক্ষত হলেও দীর্ঘ সময় ব্যাপী কাশির উদ্রেক হতে পারে।এই সমস্ত রোগের কথা মাথায় রেখে একজন চিকিৎসক কে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের আসল কারণ খুঁজে বের করতে হয়। সাধারণত চেস্ট এক্স রে, কফ পরীক্ষা, বুকের সি টি স্ক্যান, ইমিউনোগ্লোবিউলিনের জন্য কিছু রক্ত পরীক্ষা, ই সি জি, ইকো কার্ডিওগ্রাফি, ব্রঙ্কোসকপি, এন্ডোস্কপি ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের কারণ চিহ্নিত করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তখন চিকিৎসা শুরু করা হয়।

কাশির সমস্যা যাতে তার জন্য প্রথমে কাশি কমিয়ে তবে রোগের কারণ নির্ধারণের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কেননা কাশি না কমালে বুকে পিঠে এবং পাঁজরের হাড়ের ক্ষতি হয়,এমনকি হার্নিয়ার মত সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।বুকে ব্যথা,পেটে ব্যথা, অনিচ্ছাকৃত ভাবে মূত্র ত্যাগ ও হয়ে যেতে পারে।

বাজার চলতি দুধরনের কাফ সিরাপ পাওয়া যায় যাদের মধ্যে একটি কাফ সাপ্রেসান্ট(কাশি যাতে না উৎপন্ন হয় তাই কাশি উদ্রেককারী কেন্দ্র কে প্রভাবিত করে) এবং একটি এক্সপেকটোরেন্ট (কাশির ঘনত্ব কমিয়ে হালকা ভাব এনে কাশি নির্গমনে সহায়তা করে)। এই দুই ধরনের কাফ সিরাপের মধ্যে উপাদান গত তারতম্য রয়েছে। আবার এর মধ্যে বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে।তাই রোগ নির্ণয়ের পরে কাফ সিরাপ নির্বাচন করলে তবে তা সুবিধের হয় রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের জন্যই।

আশা করি কাশি নিয়ে উপরোক্ত পরামর্শ গুলো মেনে চললে পাঠক বন্ধুরা উপকৃত হবেন। হেমন্তের মধ্যাহ্ন বেলায় শীত শীত এই আবহাওয়ায় সকলের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি।

লিভারের পরিচর্যায় 'ডিটক্স ওয়াটার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাদ্যাভ্যাসে অনিয়ম, শরীরচর্চার অভাব এবং অতিরিক্ত তেল-মশলা বা অ্যালকোহল যুক্ত পানীয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের লিভার। এমস (AIIMS)-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের প্রতি তিনজন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত। লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমলে তা থেকে লিভার সিরোসিস বা ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই লিভার সুস্থ রাখতে শুধু ডায়েট করলেই হবে না, প্রতিদিন সকালে খালি পেটে লিভার 'ডিটক্স' করে শরীরের দূষিত পদার্থ বের করাও অত্যন্ত জরুরি।

লিভার ভালো রাখতে প্রতিদিন সকালে খেতে পারেন এই ৩টি ডিটক্স পানীয়

- ডাবের জল ও চিয়া বীজ ডাবের জলে থাকা ইলেকট্রোলাইট শরীরের ক্লান্তি দূর করে। অন্যদিকে চিয়া বীজ পেট ঠান্ডা রাখার পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে হজমে সাহায্য করে। এক গ্লাস ডাবের জলে এক চামচ ভেজানো চিয়া বীজ মিশিয়ে, উপর থেকে কয়েকটা পুদিনা পাতা ছড়িয়ে এই স্বাস্থ্যকর পানীয় পান করতে পারেন।
- কাঁচা হলুদ ও গোলমরিচ হলুদের অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল এবং প্রদাহনাশক গুণের সঙ্গে গোলমরিচ মিশলে তার পুষ্টিগুণ আরও বেড়ে যায়। আধ চামচ কাঁচা হলুদ বাটার সঙ্গে সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো ঈষদুষ্ণ জলে মিশিয়ে পান করুন। হলুদের কারকিউমিন যৌগ ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকিয়ে লিভারকে সুস্থ রাখে।
- পুদিনা ও শশার শরবত শরীরকে টক্সিন-মুক্ত করতে এর কোনও বিকল্প নেই। শশাতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। পুদিনা দেওয়া শশার স্মুদি বা শরবত প্রতিদিন খালি পেটে পান করলে লিভার ভালো থাকে, পাশাপাশি ওজন কমাতেও এটি দারুণ সাহায্য করে।